এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ বকেয়া করের জরিমানা লাগবে না, ফিটনেস সার্টিফিকেট নবীকরণেও ছাড়
ধর্মতলার অভিজাত হোটেলে জার্মান নাগরিকের দেহ উদ্ধার ৩

কলকাতা ২৪ নভেম্বর ২০২৬ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ১৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.11.2026, Vol. 20 Issue No. 162, 8 Pages, Price 3.00

বেকারদের ‘ভরসা’ থেকে গোসেবায় এক লাখ, গুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সরকারি চাকরির আবেদনে ফি নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের জন্য বড় স্বস্তির খবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষায় আবেদন করতে আর দিতে হবে না কোনও ফি। চাকরির আবেদনের ফি সম্পূর্ণ মকুব করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বেকার যুবক যুবতীদের কাছ থেকে চাকরির আবেদনের নামে টাকা নেওয়া উচিত নয়। এই খরচ এবার থেকে বহন করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি ফিরেছে সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া যুবক যুবতীদের মধ্যে।

এদিন নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করতে পদ ও নিয়োগকারী সংস্থা অনুযায়ী আলাদা আলাদা ফি দিতে হয়। বিশেষ করে কলেজ সার্ভিস কমিশনের সাধারণ বিভাগের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ফি তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যদিকে, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পরীক্ষায় আবেদন করতে দিতে হয় ৫০০ টাকা। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের কাছে এই খরচও অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই আবেদন ফি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, ‘বেকার যুবক যুবতীদের আর টাকা দিয়ে আবেদন করতে হবে না। রাজ্য সরকার সেই খরচ দেবে। কারণ, চাকরির নামে টাকা নেওয়া অপরাধ এবং সংকীর্ণতার পরিচয়।’ অর্থাৎ, সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে আর্থিক বাধা কমানোই এই সিদ্ধান্তের অন্যতম লক্ষ্য।

শুধু আবেদন ফি মকুব নয়, এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের বিষয়েও বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য-সহ একাধিক সরকারি দপ্তরে মোট ১০ হাজার ১৪৭টি পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে কিছু নিয়োগ হবে চুক্তিভিত্তিক পদেও। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য এক লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করা বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, আগামী ডিসেম্বরেই ১ হাজার ৩৩১ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বলতে গিয়ে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে জানুয়ারির মধ্যে ধাপে ধাপে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হবে।



সোমবার রাজ্য গৌরী মেলার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

প্রতিশ্রুতির চেয়ে কম, জানুয়ারিতেই যুব-অর্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত সরকারের ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের পরিবর্তে এবার ‘ভরসা’ নামে নতুন আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালু করতে চলেছে রাজ্যের নতুন সরকার। আগামী জানুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে এই প্রকল্প বলে সোমবার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে নির্বাচনী সংকল্পপত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতির তুলনায় আপাতত কম টাকা পাবেন উপভোক্তারা। অর্থাৎ, যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও আর্থিক সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে প্রকল্প চালু হলেও বাস্তবায়নের প্রথম ধাপেই আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা স্পষ্ট করল সরকার।

সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য ‘ভরসা’ প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। স্নাতক এবং সরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য যুবক-যুবতীরা মাসে ২ হাজার টাকা করে পাবেন। অন্য যোগ্য যুবক-যুবতীদের জন্য মাসিক সহায়তার পরিমাণ ধার্য হয়েছে ১ হাজার ৫০০ টাকা।তবে এই অঙ্ক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মিলছে না। সংকল্পপত্রে স্নাতকদের মাসে ৩ হাজার টাকা এবং অন্যান্য যোগ্য যুবক যুবতীদের ২ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শাসকদল। সেই তুলনায় প্রথম পর্যায়ে স্নাতকদের ক্ষেত্রে ১ হাজার এবং অন্যদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা কম দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আপাতত এই সিদ্ধান্ত। পরবর্তী আর্থিক বছরে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও থাকছে একাধিক বিধিনিষেধ। একটি পরিবারের সর্বাধিক দু’জন এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন।

‘বাংলা’ নয়, ইংরেজিতেও ‘পশ্চিমবঙ্গ’

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নাম পরিবর্তনের দীর্ঘদিনের বিতর্কে এবার কার্যত উল্টো পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল নতুন সরকার। বাংলা ভাষায় ‘পশ্চিমবঙ্গ’ থাকলেও ইংরেজিতে নাম হবে ‘বেঙ্গল’ বা ‘বাংলা’; এমন প্রস্তাব আর নয়। বাংলা ও ইংরেজি, দুই ভাষাতেই রাজ্যের নাম ‘পশ্চিমবঙ্গ’ রাখার পক্ষেই এবার অবস্থান স্পষ্ট করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, এই মর্মে বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করা হবে। ফলে রাজ্যের নাম পরিবর্তন নিয়ে গত কয়েক দশকের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কে নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক তাৎপর্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রাজ্যের নাম বদলে ‘বাংলা’ করার উদ্যোগ নিয়েছিল পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে একাধিকবার বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করিয়ে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। এবার ক্ষমতার পালাবদলের পর নতুন সরকার শুধু সেই প্রস্তাব থেকে সরে আসছে না, বরং ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামের ঐতিহাসিক পরিচয়কেই সামনে আনছে। শুভেন্দুর বক্তব্য, এই নামের সঙ্গে রাজ্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই পরিচয় মুছে দেওয়ার পক্ষপাতী নয় তাঁর সরকার।

রাজ্যের নাম বদলের বিতর্ক দিকে থাকা রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ সময়ও কমে যেত। এই প্রশাসনিক অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই বাম আমলে নাম পরিবর্তনের ভাবনা সামনে এসেছিল।

১৯৯৯ সালের ২০ জুলাই বিধানসভায় রাজ্যের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব ওঠে। যদিও সেই আলোচনায় ‘পশ্চিমবঙ্গ’-এর পরিবর্তে ‘বাংলা’ নাম রাখার দাবি জোরালো হয়। বামফ্রন্টের পাশাপাশি কংগ্রেস ও তৃণমূলও সংশোধনী প্রস্তাব আনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষয়টি কার্যকর হয়নি।

অবশ্য নতুন নয়। এর পিছনে রাজনৈতিক পরিচয়ের পাশাপাশি প্রশাসনিক যুক্তিও ছিল। ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বৈঠকে রাজ্যগুলির বক্তব্য রাখার সুযোগ নির্ধারিত হওয়ায় West Bengal তালিকার শেষের দিকে থাকত। ফলে অনেক সময় রাজ্যের প্রতিনিধিদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হত। বৈঠকের প্রথম দিকে থাকা প্রতিনিধিদের বক্তব্য দীর্ঘ হলে শেষের

মুখ্যমন্ত্রী দেব দীপাবলিতে

■ **দেব দীপাবলি উপলক্ষে কাঁকিনাড়া গঙ্গা আরতি সমিতির তরফে কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হয়েছে। ১৩ তম বর্ষের গঙ্গা আরতিতে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এলাহি আয়োজন করেছে কাঁকিনাড়া গঙ্গা আরতি সমিতি। যদিও গোটা বিষয়টি তদারকি করছেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন ঘিরে সেজে উঠেছে কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাট চত্বর।**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

রাজ্য বিদ্যুতে প্রত্যেক মাসেই ইলেকট্রিক বিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনমাস অন্তর নয়, প্রতি মাসেই পাঠানো হবে বিদ্যুতের বিল। আর তা আগামী বছর অর্থাৎ জানুয়ারি মাস থেকেই কার্যকর হতে চলেছে। নবান্নে এমনটাই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষের দাবির কথা মাথায় রেখেই এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে। শুধু তাই নয়, গত ৬ মাসে শিল্প এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে। এজন্য আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে রাজ্যকে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে বলেও এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে একাধিক বিষয়ে সামনে রেখে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই তিনি জানান, রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তিনমাস বিল পাঠানো নিয়ে মানুষের আপত্তি ছিল। এবার প্রত্যেকমাসে মিটার রিডিং করা হবে। সেই মতো প্রত্যেকমাসেই বিল আসবে। আর তা জানুয়ারি মাস থেকেই কার্যকর করা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। এতদিন তিনমাস অন্তর গ্রাহকদের বিল পাঠাত রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। তা নিয়ে মানুষের মধ্যে একাধিক প্রশ্ন ছিল। ছিল একাধিক বিভ্রান্তিও। মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের সিদ্ধান্তে এই সমস্যা মিটবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, গত ৬ মাসে শিল্পে এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ডিসেম্বর মাস থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে। আগে রাজ্যে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত ছিল। কিন্তু গত ছয়মাসে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে।’ সেই ডেটাও খুব শীঘ্রই সামনে আনা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই বিষয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি।

‘নেপাল ছাড়া আমাদের রাম অসম্পূর্ণ’, কাঠমান্ডুকে ১৫ হাজার কোটি দিল্লির

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: ‘নেপাল ছাড়া আমাদের রামও অসম্পূর্ণ।’ নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন শাহর সঙ্গে বৈঠকশেষে এমন কথাই বলতে শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। উল্লেখ্য, রবিবার দু’দিনের সফরে দিল্লিতে এসেছেন বলেন্দ্র। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন তিনি।



জেন জি বিপ্লবের পর দেশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে প্রথম বিদেশ সফরে ভারতেই এসেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ। দু’দিনের এই সফরে সোমবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে ‘গার্ড অফ অনার’ প্রদান করা হয়। স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর হায়দরাবাদ হাউসে মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে উপহার বিনিময়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধান ভারত ও নেপালের ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা মনে করিয়ে দেন।

বৈঠকশেষে বক্তব্য রাখার সময় মোদী বলেন, নেপাল ও ভারত স্রেফ প্রতিবেশী নয়। বরং দুই দেশের মধ্যে রয়েছে নিবিড় বিশ্বাসের সম্পর্ক। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘আমরা আমাদের আনন্দগুলি ভাগ করে নিই। আবার চ্যালেঞ্জগুলিও ভাগ করি। একে অপরের প্রগতির অংশীদার আমরা। কঠিন সময়েও পরস্পরের পাশে থাকি।’

পরবর্তী সময়ে বলেন্দ্র শাহ বক্তব্য রাখার সময়ও একই বিষয় উঠে আসে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত ও নেপাল উভয়পক্ষের বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে অর্থবহ ও ভবিষ্যৎমুখী আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে উভয় দেশ গুরুত্বপূর্ণ ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এদিকে এদিনের বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী নেপালের বন্যা-পরবর্তী পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ২৪,০০০ কোটি নেপালি রুপি (ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা) মূল্যের একটি সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, ‘নেপালে সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ভারত নেপালের জন্য ২৪,০০০ কোটি নেপালি মুদ্রায় একটি উন্নয়ন প্যাকেজ ঘোষণা করছে।’

গোমাতায় হাত নয়, হত্যা রুখতে কঠোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোহত্যা রুখতে কড়া অবস্থান এবং গো-সেবায় আর্থিক সহায়তা,এই দুই বার্তাকে সামনে রেখেই নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে ‘গোকুল মিশন’ নামে নতুন প্রকল্প চালুর কথা ঘোষণা করেন তিনি। এই প্রকল্পের আওতায় বয়স্ক ও অসুস্থ গোরুর প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবার জন্য বছরে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে গোহত্যা নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, কোনওভাবেই বলপূর্বক গোমাতাকে হত্যা করতে দেওয়া হবে না। লুকিয়ে গোহত্যার চেষ্টা করলেও রেয়াত করা হবে না। একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, লুকিয়ে গোহত্যার খবর থাকলে তাঁকে জানালে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বয়স্ক ও অসুস্থ গোরুর প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যার কথা জানিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছিলেন গোপালকরা। তাঁদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই ‘গোকুল মিশন’ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার ক্যাবিনেট বৈঠকেই এই প্রকল্প নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান তিনি। শুধু পেশাদার গোপালকই নন, কোনও ব্যক্তি, পরিবার কিংবা প্রতিষ্ঠান যদি বয়স্ক ও অসুস্থ গোরুর দায়িত্ব নিয়ে তাদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাঁরাও এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন।

তবে প্রত্যেক আবেদনকারীকে একই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, কতগুলি গোরুর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বছরে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাহায্য মিলবে। প্রকল্পের সুবিধা কারা পাবেন, কীভাবে আবেদন করতে হবে এবং কী কী শর্ত মানতে হবে, তা জানিয়ে শীঘ্রই নির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রকাশ করা হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকল্পের কাজ পর্যালোচনাও করবে সরকার।

এ দিন গোহত্যা প্রসঙ্গেও নিজের সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর থেকে গোমাতার হত্যা রোখা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫০ সালের ক্যাটল অ্যাক্ট এবং পরবর্তীকালে হাইকোর্টের নির্দেশের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বলপূর্বক গোহত্যা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমান সরকারের নীতি ও অবস্থানও সেই নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গোপনে গোহত্যার চেষ্টা করলে তার পরিণতি ভুগতে হবে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।





শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

SURNAME CHANGE

I, Basabdatta Biswas, daughter of Bimalendu Biswas, resident of Clubtown Gateway, Block-3, Flat-5A, Hatiara, West Bengal-700157, declare that Basabdatta Biswas and Basabdatta Biswas Panda are the same person.

AFFIDAVIT

I, **JAGELINKI MOHAN RAO** S/O Late JAGEILINKI JAGGAYY residing at 240, Chinakuthi Line, P.O.- Alambazar, P.S.- Baranagar, Kolkata- 700035 do hereby declare vide affidavit no. 51351 dated 19.11.2026 before the Ld. 1st Class Magistrate at Alipur that my actual and correct name is JAGELINKI MOHAN RAO and it is recorded in my Aadhaar, PAN and LPG Indane Book and date of birth is 12.05.1970 but in my Voter Card being no. KTF0386888, my name has been recorded as MOHAN RAO. MOHAN RAO and JAGELINKI MOHAN RAO i.e. myself am the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **SUSHANTA KUMAR BASU** পিতা- ৺সত্যেন্দ্র চন্দ্র বসু, R/o 140/4A/1, N.S.C Bose Road, Kol-40. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম আছে **S KR BASU**. গত 19/11/2026 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে (96429) **SUSHANTA KUMAR BASU** নামে পরিচিত হলাম। **SUSHANTA KUMAR BASU** ও **S KR BASU** একই ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Avishek Gayen, S/o. Amarendra Gayen, R/o. Prafulla Nagar, Habra, P.O. Prafulla Nagar, P.S. Habra, Dist. 24 Pgs.(N), W.B., Pin 743268, do hereby declare that I, have changed my minor daughter's Name from Anuksha Gayen to Aadhya Gayen, vide Affidavit No. 4210, dated 03.11.2026, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Alipore at 24 Pgs.(S) Court. Henceforth, she will be known as Aadhya Gayen instead of Anuksha Gayen and all her relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Aadhya Gayen and Anuksha Gayen, D/o. Avishek Gayen both are the same and one identical person.

গত ইং 23/11/2026 তারিখে ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26975 নং এফিডেভিড বলে আমি, Pagan Murmu, S/o. Shankar Murmu, R/o. Ghosh Para, Marshit, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Rimpa Murmu) জন্ম সার্টিফিকেটে ও শিক্ষাগত নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Pagan Murmu-এর পরিবর্তে Bapi Murmu লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া কন্যার সকল নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Rimpa Murmu D/o. Bapi Murmu লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/কন্যার পিতা Rimpa Murmu D/o. Pagan Murmu ও Rimpa Murmu D/o. Bapi Murmu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Koushik Bagchi, S/o. Goutam Bagchi, R/o. Kanakshally Ghatakpara, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., do hereby declare that in my Verification Roll Application Form where my name has been recorded as Kausik Bagchi instead of my correct & actual name Koushik Bagchi, which I want to rectify when & where necessary vide this affidavit. Henceforth I shall be known as Koushik Bagchi in all purpose. That, Koushik Bagchi and Kausik Bagchi, S/o. Goutam Bagchi, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 26930, dated 23.11.2026, sworn before Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

গত ইং 23/11/2026 তারিখে ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26978 নং এফিডেভিড বলে আমি, Nasim Sarkar, S/o. Late Mannaf Sarkar, R/o. Dedhara, Dhaniakhali, Hooghly-712302, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 745, dated 26.07.2013) কন্যার সঠিক নাম Tamanna Sarkar-এর পরিবর্তে Tamannaya Sarkar লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া কন্যার সকল নথিপত্রে কন্যার সঠিক নাম Tamanna Sarkar লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার কন্যা Tamanna Sarkar ও Tamannaya Sarkar D/o. Nasim Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/11/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26873 নং এফিডেভিট বলে আমি Mahamudur Rahaman (old name), S/o. Jabed Ali Sha, R/o. Deluagachhi, Rosna, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mahamudur Rahaman নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Mamudur Rahaman Sha (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Mamudur Rahaman Sha & Mahamudur Rahaman, S/o. Jabed Ali Sha, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/11/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26917 নং এফিডেভিট বলে আমি Shek Rejaul Haque S/o. Sekh Salim (father new deceased) (old name), R/o. Baragram, Bilsara, Pandua, Hooghly-712134, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Shek Rejaul Haque S/o. Sekh Salim নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shaikh Rejaul Haque S/o. Shaikh Saleem (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Shaikh Rejaul Haque S/o. Shaikh Saleem & Shek Rejaul Haque S/o. Sekh Salim (father new deceased), সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26154 নং এফিডেভিড বলে আমি Oli Bhattacharjee D/o. Sourindranath Bhattacharjee ও Oli Chakraborty D/o. Late Sourindranath Bhattacharjee & Sudip Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 27012 নং এফিডেভিড বলে আমি Goutam Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ram Pal ও Lt. R Ch Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 17/11/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 19007 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekhar Banerjee S/o. Shibnath Banerjee ও Shekhar Banerjee S/o. S. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শৈল কুমারী দেবী স্বামী রঞ্জিত ভগত সাং- সাইকি,পোঃ-কেওয়ানি, থানা- গোর্খা ,জেলা- সাড়ান, রাজ্য -বিহার, বিগত ইংরাজী ১৯ এ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে ডি. এস. আর- ১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I- ১৬১৩ /২০২৬ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সনাতন নস্কর পিতা মধু নস্কর এর নিকট হইতে খরিদ করেন। জেলা-হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- ধেনুয়া, জে.এল নং- ৪০, হাল খতিয়ান নং ৫২৪, ও হাল দাগ নং- ১৩৭ শালি জমি এর পরিমাণ যথাক্রমে ১ কাঠা ৮ ছটাক উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। বিগত ৩০/০৯/২১ সাল ৮৪৩০ নম্বর দলিলমূলে সনাতন নস্কর সুনীল কান্তি সিংহ রায় এর নিকট ক্রয় করেন। এবং ৩৭৬ /২০১৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সুনীলকান্ত সিংহ রায় সুরজিৎ আদক কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহা ডি.এস.আর ১ হুগলী অফিসে ৩০/০৭/২০১৯ তারিখে রেজিস্ট্রী হয়। উক্ত দলিলমূলে মিউটেশনে নাম পরিবর্তন হইবে। এ ব্যাপারে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পোলবা দাদপুর বি. এল. এ্যান্ড এল. আর ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত।
মিস সাকসেশান সার্টিফিকেট কেস নং ০২/২০২৬।
দরখাস্তকারী :- বিকাশ চন্দ্র হালদার, পিতা- স্বর্গীয় ভক্তদাস হালদার, সাং- তিলিপাড়া রোড, নন্দীপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

নোটিশ

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী মাননীয় আদালতে মৃত প্রভাবতী হালদার স্বামী- বিকাশ চন্দ্র হালদার এর ত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত অর্থরাশী পাইবার জন্য মিস সাকসেশান সার্টিফিকেট মোকদ্দমা করিয়াছেন। এক্ষনে যদি উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে এই নোটিশ সংবাদ পত্রে প্রকাশের এক মাসের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **তপশীল:**১) Nabadwip Head Post Office, Savings Account No. 1491007035, **Rs. 9,164.20/- with interest thereon.** ২) Nabadwip Head Post Office, Term Deposit for five year Account No. 020080687662, **Rs.7,00,000/- with interest thereo**n.

আদালতের আদেশানুসারে
রাজনারায়ণ ব্যানার্জ্জী, সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত,
নবদ্বীপ, নদীয়া (১৯/১১/২৬)

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে,কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গিরিধারী জিউ ঠাকুরের তপশীল বর্ণীত সম্পত্তিতে কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত মৌজা- কামারচৌকী খতিয়ান নম্বর - ৪৮ জে.এল. নম্বর- ৬৪ ,হাল দাগ নম্বর-১৪৩ ও ১৬৬,পরিমান ০.২৮ এ: ১)গৌরহরি দাস (মৃত) পিং-ত্রৈলক্য দাস, ওয়ারিশ-শ্রীমতি তুলসী দে স্বামী-চন্দন দে সাং-কামারচৌকী পো:-জামশোল ,থানা-কেশিয়াড়ী । ২) ফুলমনি সিং (মৃত), পিং-মাঝিয়া, ওয়ারিশ-মালতি সরেন, স্বামী-চুনকু সরেন সাং-কামারচৌকী পো:-জামশোল, থানা-কেশিয়াড়ী । এই দুই ব্যাক্তির নামে অনুমতি দং থাকায় KESHIARY B.L.& L.R.O. OFFICE এ ট্রাষ্ট কমিটির পক্ষ থেকে আবেদন করা হইয়াছে । ইহাতে কাহারও কোনো প্রকার আপত্য থাকিলে বা কেহ কোনো প্রকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে ইং-তারিখ 24/11/2026 থেকে 01/12/2026 তারিখ এর ৭ দিনের মধ্যে KESHIARY B. L. & L.R.O. OFFICE এ কারন দর্শাইবেন।

ইতি,
পূর্নেন্দু কামিল্যা
ট্রাষ্ট কমিটির পক্ষে, সেক্রেটারী

বিজ্ঞপ্তি

In the Ld. 2nd Court of Civil Judge (Sr. Div.) at Midnapore, Dist.-Paschim Medinipur.
Ref:- Title Suit No.- 319/2019.
Nazrul Islam Mallik & another
....Plaintiffs
VS
Monoara Khatun & others
....Defendants.

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো যায় যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় নিম্ন তপশীল বর্ণিত বিবাদী উল্লিখিত ঠিকানায় থাকিয়াও উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় আদালতের প্রদত্ত নোটিশ এড়াইয়া চলিতেছেন। সেকারন আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী ধার্য্য দিন 16.12.2026 তারিখ মধ্যে কোনো আপত্তি থাকিলে স্বয়ং বা নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি প্রদান করিবেন নতুবা আইনানুসারে কার্য্য হইবে।
তপশীল বিবাদী: ইসলামউদ্দিন মল্লিক, পিতা-হামিদ মল্লিক, সাং-পাঁচবেড়িয়া, ইন্দা, পোঃ-ইন্দা, থানা-খড়গপুর টাউন, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

আদেশানুসারে;
সুপ্রিয় পাত্র, সেরেস্তাদার,
দ্বিতীয় সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশান
আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর। ২১/০৯/২৬

বিজ্ঞপ্তি

In the Ld. 2nd Court of Civil Judge (Sr. Div.) at Midnapore, Dist.-Paschim Medinipur.
Ref:- Title Suit No.- 319/2019.
Nazrul Islam Mallik & another
....Plaintiffs
VS
Monoara Khatun & others
....Defendants.

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো যায় যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় নিম্ন তপশীল বর্ণিত বিবাদী উল্লিখিত ঠিকানায় থাকিয়াও উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় আদালতের প্রদত্ত নোটিশ এড়াইয়া চলিতেছেন। সেকারন আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী ধার্য্য দিন 16.12.2026 তারিখ মধ্যে কোনো আপত্তি থাকিলে স্বয়ং বা নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি প্রদান করিবেন নতুবা আইনানুসারে কার্য্য হইবে।
তপশীল বিবাদী: ইসলামউদ্দিন মল্লিক, পিতা-হামিদ মল্লিক, সাং-পাঁচবেড়িয়া, ইন্দা, পোঃ-ইন্দা, থানা-খড়গপুর টাউন, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

আদেশানুসারে;
সুপ্রিয় পাত্র, সেরেস্তাদার,
দ্বিতীয় সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশান
আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর। ২১/০৯/২৬

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ**, পিতা বালক চন্দ্র ঘোষ, সাকিম বেড়েলা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয় বিগত ইং ১৫/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-02296/2023** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**কবির আলি**, পিতা মরহুম আব্দুল মান্নান, সাকিম থইপাড়া, সরাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচীগ্রাম, জে.এল. নং ২০, হাল এল.আর. ৬৫৭৭ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ৯২৯২ তথা হাল এল.আর. ৯৩০৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৩ শতকের মধ্যে ০.৬০৮৭ অংশে **১৪ শতক** সম্পত্তি বিগত ইং ০৪/০৯/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-04674/2023** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**, স্বামী শ্রী অসীম ঘোষ, সাকিম বি-৪/৭০ বিবাদী পল্লী কল্যানী, কল্যানী, নদীয়া-৭৪১২৩৫, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি এবং বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পান্ডুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- কবির আলি, আমমোক্তার

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পাহাড়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর, একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরু করার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষা শেষ হতেই রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিচ্ছে সরকার। রাস্তা ও সেতু সংস্কার থেকে নতুন সেতু নির্মাণ, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পানীয় জল প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। আগামী ২৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি-র রাজ্য সফরে প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকার জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হবে বলেও জানান তিনি। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি এবং পুরনো সেতুর জীর্ণ অবস্থার কারণে পরিকাঠামো উন্নয়ন এখন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। কোচবিহার ও বাঁকুড়ার সেতু দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, পুরনো সেতুর পরিবর্তে নতুন সেতু



নির্মাণ এবং রাস্তা সংস্কারে জোর দেওয়া হবে। এই কাজে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)-এর আর্থিক সহায়তাও নেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২৬ নভেম্বর কোলাঘাটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি উপস্থিত থাকবেন। ওই অনুষ্ঠানে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ২০ হাজার কোটি টাকার নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস হবে। এর মধ্যে নরঘাটের মাতঙ্গিনী সেতু-সহ চারটি বড় সেতুর উদ্বোধনও রয়েছে। পাহাড়ের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যার সমাধানেও উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পানীয় জল প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে নগরোন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের প্রধান সচিবরা শীঘ্রই পাহাড়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি, দার্জিলিংয়ে পানীয় জল সরবরাহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তথাকথিত 'ওয়াটার সিন্ডিকেট'-এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপেরও ইঙ্গিত দেন তিনি।

পানিহাটি উৎসবের জট কাটাতে নগরপালের উপস্থিতিতে বৈঠকে অর্জুন



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকারের আমলে প্রথম পানিহাটি উৎসব হতে চলেছে। এই উৎসব ঘিরে দু'পক্ষের কাজিয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জট কাটাতে আসরে নামেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। নগরপালের উপস্থিতিতে দু'পক্ষকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। সোমবার সন্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সদর কার্যালয়ে নগরপাল অমিত কুমার সিংয়ের উপস্থিতিতে একটি সমন্বয় বৈঠক সারেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, পানিহাটির অমরাবতী মাঠে প্রতি বছরই জমকালোপূর্ণ পানিহাটি উৎসব ও বইমেলা হয়ে থাকে। বৈঠক শেষে মন্ত্রী বলেন, পানিহাটি উৎসব যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেদিকে নজর রেখে এদিন বৈঠক করা হয়েছে। উক্ত বৈঠকে মন্ত্রী ও নগরপাল ছাড়াও হাজির ছিলেন পানিহাটির বিধায়িকা রত্না দেবনাথ, উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়, প্রাক্তন বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত, বিজেপি নেতা জয় সাহা প্রমুখ।

নবান্নের কাছে গাড়ি-বাসের দুর্ঘটনায় আহত বাইকার ও সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে অফিসের ব্যস্ত সময়ে নবান্নের কাছে পরপর একাধিক গাড়িতে ধাক্কা মেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস। সোমবার সকালে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংযোগকারী রাস্তায় এই ঘটনায় আহত হন এক বাইকচালক ও কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার। দু'জনকেই হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও দুর্ঘটনার পর বাস ফেলে পালিয়ে যান চালক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, সাঁতরাগাছি থেকে বারাসতের দিকে যাচ্ছিল বাসটি। নবান্নের কাছে একটি বাঁকে আচমকাই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। প্রথমে রাস্তার উপর থাকা দু'টি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে বাসটি। এরপর একটি মারুতি গাড়িকে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে থাকা ট্রাফিক সিগন্যালের স্তম্ভে গিয়ে আছড়ে পড়ে বাসটি। ওই বাসের ধাক্কায় একটি বাইক দুমড়ে যায়। সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস হওয়ায় সকাল থেকেই ওই রাস্তায় যানবাহনের চাপ ছিল। নবান্ন সংলগ্ন এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। সেই সময়ই নিয়ন্ত্রণহীন বাসের সামনে পড়ে আহত হন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। এই দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের সাহায্যে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্টার্টআপ আড্ডার উদ্যোগে ফাউন্ডার মিটআপের আয়োজন



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্টার্টআপ আড্ডার উদ্যোগে শনিবার ফাউন্ডার মিটআপের আয়োজন করা হয়। এই ওপেন সেশন মিটআপে ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা এবং নতুন উদ্যোগপতিরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিবেক ক্লেম খেমকা, মহম্মদ ইয়াসিন, কৃষিকা শ এবং নিভা পণ্ডিত-সহ একাধিক উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন। এদিন অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের উদ্যোগপতি হয়ে ওঠার যাত্রাপথ, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং সাফল্যের পথে অর্জিত শিক্ষার কথা তুলে ধরেন। বক্তারা জানান, কোনও স্টার্টআপের সাফল্যের জন্য শুধুমাত্র একটি ভালো ব্যবসায়িক ভাবনাই যথেষ্ট নয়, এর পাশাপাশি প্রয়োজন নিরন্তর পরিশ্রম, সঠিক দিশা, শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। এই অনুষ্ঠানে নতুন ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ব্যবসার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সুযোগ পান।

স্টার্টআপ আড্ডার এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল নতুন ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে একটি শক্তিশালী স্টার্টআপ কমিউনিটি গড়ে তোলা। এই মিটআপ নতুন উদ্যোক্তাদের নিজেদের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পাশাপাশি অভিজ্ঞদের কাছ থেকে শিক্ষা ও পরামর্শ পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে ওঠে।



সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২০২৬ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা পূর্ব রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অশোক কুমার হালদারকে সোমবার কলকাতায় সংবর্ধনা জানালেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে।

নবান্ন যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার মুখে অল্পের জন্য রক্ষা ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার নবান্নে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর গাড়ি। এদিন সকালে বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোডে বেহালা বাজারের কাছে এই ঘটনা ঘটে। একটি চলন্ত অটো আচমকা ব্রেক কষায় মন্ত্রীর গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। সামনের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মন্ত্রীর কোনও চোট লাগেনি। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক সূত্রে খবর, সোমবার সকালে বেহালায় নিজের বাড়ি থেকে নবান্ন যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দেন ইন্দ্রনীল। গাড়ির সামনের আসনেই বসেছিলেন তিনি। ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে যাওয়ার সময় বেহালা বাজারের কাছে সামনে থাকা একটি অটো হঠাৎ গতি কমিয়ে ব্রেক কষে। এরপর আচমকা এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রীর গাড়ির চালক গাড়ি সামলাতে পারেননি। সামনের গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় মন্ত্রীর গাড়ি। এই ধাক্কার জেরে গাড়িটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে দুর্ঘটনায় ক্রীড়ামন্ত্রী আহত হননি। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলে সূত্রের খবর। তবে দুর্ঘটনার পর কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।



কলকাতার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের (জিআরএসই) তৈরি সাবমেরিন বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজ 'আশঙ্ক' আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হল নৌবাহিনীর হাতে। এটি জিআরএসই-র তৈরি ও সরবরাহ করা ১২০তম যুদ্ধজাহাজ।

গাড়ি ছাড়াতে ১০ হাজার টাকা ঘুষ! হাতেনাতে ধৃত কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট, জালে পুরকর্তাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের এক সার্জেন্ট এবং কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিককে গ্রেপ্তার করল রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি)। সোমবার শহরের দুই পৃথক জায়গায় অভিযান চালিয়ে এই দুই অধিকারিককে গ্রেপ্তার করে রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, আটক হওয়া গাড়ি ছাড়িয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ১০ হাজার টাকা দাবি করেছিলেন এন্টালি থানার এক সার্জেন্ট। অন্যদিকে, বাড়ির মিউটেশন করিয়ে দেওয়ার জন্য সাড়ে চার হাজার টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুরনিগমের অ্যাসেসমেন্ট সেলের এক ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে। যদিও প্রথম ঘটনাটি এন্টালি থানার। এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলার তদন্তের সূত্র ধরে তাঁর গাড়ি আটক করেছিল পুলিশ। এইক্ষেত্রে অভিযোগ, সেই গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সার্জেন্ট ১০ হাজার টাকা দাবি করেন। এই বিষয়টি নিয়ে ওই ব্যক্তি সরাসরি রাজ্যের এসিবির দ্বারস্থ হন। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর প্রাথমিক তদন্তে তার সত্যতা যাচাই করে ওই সার্জেন্টকে হাতেনাতে ধরতে ফাঁদ পাতেন দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। সোমবার অভিযোগকারীকে একটি বিশেষ রাসায়নিক মাখানো ১০ হাজার টাকার নোট দিয়ে ওই পুলিশকর্মীর কাছে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত ওই সার্জেন্ট সেই টাকা নেওয়ার সময়ই অভিযানে নামেন এসিবির তদন্তকারীরা। হাতেনাতে ধরা পড়েন অভিযুক্ত। তাঁর ঘুষ নেওয়ার প্রমাণ পাওয়ার জন্য তাঁর হাত বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণে ডোবানো হয়। তাতে নোটে লাগানো রাসায়নিকের সংস্পর্শে হাতের রং বেগুনি হয়ে যায়। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এসিবির এক আধিকারিক বলেন, কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ঘুষ চাওয়া বা নেওয়ার অভিযোগ আসে। প্রতিটি অভিযোগই গুরুত্ব দিয়

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ২০২৬, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার



সোমবার আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন বিষয়, সমস্যা, প্রত্যাশা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

বকেয়া করের জরিমানা লাগবে না, ফিটনেস সার্টিফিকেট নবীকরণেও ছাড় দিল পরিবহণ দপ্তর



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাড়ির বকেয়া কর জমা দিতে গিয়ে জরিমানার বোঝা আর বইতে হবে না। একই সঙ্গে মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া ফিটনেস সার্টিফিকেটও কম খরচে নবীকরণের সুযোগ পাওয়া যাবে। রাজ্যের সব গাড়ির মালিকদের স্বস্তি দিতে বছরশেষে বিশেষ ছাড়ের ঘোষণা করল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। সোমবার থেকেই রাজ্যে চালু হল 'এককালীন ছাড় প্রকল্প ২০২৬-২৭'। আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিশেষ ছাড়ের সুবিধা নিতে পারবেন এ রাজ্যে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকরা।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূলত দু'টি ক্ষেত্রে বড়সড় স্বস্তি পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন ধরে যাঁদের মোটরযান কর জমা পড়েনি, তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আসল বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিলে জমে থাকা জরিমানা পুরোপুরি মকুব করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, করের মূল টাকা জমা দিলেই জরিমানার জন্য অতিরিক্ত কোনও অর্থ গুনতে হবে না। অন্যদিকে, ফিটনেস সার্টিফিকেট নবীকরণ করার ক্ষেত্রেও নিয়ম শিথিল করল পরিবহণ দপ্তর। কোনও গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৩০ দিনের কম সময় পেরিয়ে গেলে দিনপ্রতি ৫০ টাকা এবং ৩০ দিন বা তার বেশি সময় পেরিয়ে গেলে এককালীন ১,৫০০ টাকা দিতে হবে। এত দিন এই ধরনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি-র পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় সমস্যায় পড়তেন গাড়ির মালিকরা। নতুন এই ব্যবস্থায় সেই খরচ অনেকটাই কমবে বলেই জানিয়েছে দপ্তর। এই প্রকল্প চালুর জন্য ইতিমধ্যেই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পরিবহণ দপ্তর। অনলাইনে আবেদন ও টাকা জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করতে 'বাহন' পোর্টালে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য এনআইসি-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যের সমস্ত আরটিও এবং এআরটিও অফিসকেও প্রকল্প কার্যকর করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সব গাড়ির মালিকদের উদ্দেশে পরিবহণ দপ্তরের আবেদন, যে সমস্ত যানবাহনের মালিকদের মোটরযান কর বকেয়া রয়েছে অথবা যাঁদের ফিটনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, তাঁরা যেন এই এককালীন আর্থিক ছাড়ের সুযোগ গ্রহণ করে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬-এর মধ্যে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ ও প্রয়োজনীয় নথি নবীকরণ করে নেন। পরিবহণ দপ্তরের মতে, এই উদ্যোগ নেওয়ার ফলে একদিকে যেমন দীর্ঘদিনের বকেয়া কর আদায় হবে, তেমনই রাস্তায় মেয়াদ উত্তীর্ণ নথি নিয়ে গাড়ি চলাচলও কমবে। এই প্রকল্প সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য গাড়ির মালিকদের সংশ্লিষ্ট আরটিও বা এআরটিও অফিসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিচ্ছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর।

ধর্মতলার অভিজাত হোটেলে জার্মান নাগরিকের দেহ উদ্ধার

তদন্তে লালবাজারের হোমিসাইড শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা ঘুরতে এসে আর বাড়ি ফেরা হল না ৬৭ বছরের এক জার্মান পর্যটকের। ধর্মতলার কাছে একটি অভিজাত হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হল তাঁর পচাগলা দেহ। সোমবার সকালে হোটেলের ঘরে তাঁর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় কর্তৃপক্ষের। এরপরে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই দেখা যায়, নিথর অবস্থায় পড়ে আছেন ওই বিদেশি নাগরিক। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে মৃত্যুর কারণ জানতে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। এই বিষয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, মৃতের নাম থমাস মিন্টেন। ৬৭ বছরের ওই জার্মান নাগরিক পর্যটক ভিসায় ভারতে আসেন। প্রথমে দিল্লি, সেখান থেকে বারাণসী ঘুরে ২১ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছন তিনি। ধর্মতলার কাছে পিয়ারলেস হোটেলের ১৬০২ নম্বর ঘরে ওঠেন। আগামী ২৫ নভেম্বর তাঁর বার্লিনে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। এই প্রসঙ্গে



কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল জানান, সোমবার সকাল ৯টা ৪১ মিনিট নাগাদ হোটেলের ওই ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, শহর ঘুরতে বেরিয়ে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় মাঝপথ থেকেই হোটেলে ফিরে আসেন তিনি। এরপর থেকেই তাঁর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। একাধিকবার ফোন করেও যোগাযোগ করতে না পেরে সোমবারে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দেন। এই ঘটনায় প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে ওই পর্যটকের। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিদেশি নাগরিকের মৃত্যু হওয়ায় তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখা এবং সায়েন্টিফিক উইং। ওই বিদেশি পর্যটকের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আজ থেকেই বদলাবে আবহাওয়া, নামবে পারদ, পশ্চিমের জেলায় ১৫ ডিগ্রিতে নামতে পারে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'আকভান' বৃষ্টির পর্ব কাটিয়ে আজ থেকে রাজ্যজুড়ে শুকনো আবহাওয়া ফিরতে চলেছে। সেই সঙ্গে কমবে রাতের তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে রাজ্যের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার পারদ নেমে ১৫ ডিগ্রিতে পৌঁছনোর সম্ভাবনা আছে। ফলে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে শীতের আমেজ আরও বাড়বে বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে। রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমলেও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ঠান্ডার অনুভূতি বেশি হবে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও আজ থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। আপাতত বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। আকাশ পরিষ্কার থাকবে এবং রাতের তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। আজ থেকে শুক্রবারের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি কমতে পারে। তবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমলেও দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানান, আজ মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র রাতের তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি কমতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রিতে নামার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকেই শীতের অনুভূতি আরও স্পষ্ট হবে, সেটা আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে।

নিয়োগ দুর্নীতির টাকা মধ্যপ্রাচ্যের হোটেল ব্যবসায়! দুই ব্যাঙ্ক আধিকারিককে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বহু চর্চিত নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে নেমে এবার আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে দুই ব্যাঙ্কের আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডেকে পাঠাল সিবিআই। প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে লেনদেনের যোগসূত্র খতিয়ে দেখতেই তাঁদের সোমবারে তলব করল হয় বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর। চলতি সপ্তাহে তাঁদের হাজির হতে বলা হয়েছে। রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাঠিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হোটেল ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন গোয়েন্দারা। তবে এই তদন্ত করতে গিয়ে তদন্তকারীদের নজরে আসে বিদেশে অর্থ পাঠানোর সম্ভাব্য পথ এবং সেই লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। সম্প্রতি সুজিত বসুর ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ী ও এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআই আধিকারিকরা। তাঁদের কাছ থেকে বিদেশে হোটেল ব্যবসায় লগ্নি সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। সেই সূত্র ধরেই এবার ব্যাঙ্কের নথি খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিচ্ছে সিবিআই। এই প্রসঙ্গে সিবিআই জানতে চাইছে, নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে পাওয়া অর্থ কোনও ব্যবসায়িক সংস্থার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের হোটেল ব্যবসায় সেই টাকা বিনিয়োগের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তাই দুই ব্যাঙ্ক আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের হিসাব, অর্থের উৎস এবং বিদেশে টাকা পাঠানোর পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকরা। তবে এই আর্থিক লেনদেনের সুজিত বসুর সরাসরি কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তাও



খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিদেশে টাকা পাঠানোর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র পাওয়া যায় কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। এইক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে প্রাক্তন মন্ত্রীকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। সম্প্রতি একাধিক ব্যবসায়ী ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের দেওয়া বয়ানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের নথি মিলিয়ে দেখার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে সিবিআই বলেই সূত্রের খবর।

এসআইআরে বাদ পড়া ভোটারদের আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে সোমবার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে, তাঁদের আবেদনের শুনানি আগে করতে হবে। আপাতত যাঁরা অন্যের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে আবেদন করেছেন, সেই মামলাগুলির শুনানি বন্ধ থাকবে। সোমবার এমনটাই নির্দেশ দেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ। শুধু তাই নয়, এসআইআর সংক্রান্ত আপিল দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য আরও অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশও দিল শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়াতে বলা হয়। এছাড়াও কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত এলাকাগুলির ভোটারদের নাম বাদ পড়া সংক্রান্ত আবেদন দ্রুত শুনতে হবে। আগামী দিনে পুরসভা নির্বাচন হওয়ার কথা মাথায় রেখেই এই নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। এই মামলায় আদালতে জমা পড়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মোট ৩৮ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে প্রায় ২২ লক্ষ আবেদন করেছেন সেই ভোটাররা, যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে। বাকি আবেদনগুলির বিষয় হল, ভোটার তালিকায় অন্যদের নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি জানান হয়েছে। সোমবারের এই মামলার শুনানিতে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, এখনও পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালগুলিতে জমা পড়া আবেদনের মধ্যে মাত্র এক লক্ষের মতো মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলির প্রায় ৯৩ শতাংশ ক্ষেত্রেই আবেদনকারীদের ভোটার তালিকায় থাকার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে বাদ পড়া ভোটারদের আবেদন দ্রুত বিবেচনার আর্জি জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত ভূষণ জানান, এটি কোনও ছোট নমুনা নয়। বিপুল সংখ্যক মামলার ফলাফল থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে। এখনও ২২ লক্ষের বেশি আবেদন বিবেচনার অপেক্ষায় আছে। তবে পুরসভা নির্বাচন এগিয়ে আসার কারণে কলকাতার ভোটারদের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখার আর্জিও জানান তিনি। তাঁর দাবি, কলকাতা পুরসভা এলাকার দুই লক্ষের বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তাঁদের আবেদন এখনও নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। এই বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানান, যে সব এলাকায় নির্বাচন আসন্ন, সেখানকার আবেদনগুলির নিষ্পত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাদ পড়া ভোটারদের আবেদন আগে শোনার বিষয়েও এদিন আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে, ভোটার তালিকায় কারও নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে জমা পড়া আবেদনগুলি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রশান্ত ভূষণ। তাঁর দাবি, এই আবেদনগুলির একটি বড় অংশ সাধারণ নাগরিকদের নয়, নির্বাচন কমিশনের তরফে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের মাধ্যমে করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী বিধিতে এই ধরনের আবেদনের আইনি বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই আবেদনগুলির শুনানি বা নিষ্পত্তি করা যাবে না বলে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও জানায় শীর্ষ আদালত। যদিও এসআইআর সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য এর আগে সুপ্রিম কোর্ট ১৯টি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল। এইবার সেই পরিকাঠামো আরও বাড়ানোর পাশাপাশি কলকাতায় ট্রাইব্যুনালের জন্য উপযুক্ত ও সহজে যাতায়াত করা যায়, এমন জায়গায় বিকল্প পরিকাঠামো খুঁজে দেখতেও নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত।

পুরভোট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের সওয়াল, বুধবার পরবর্তী শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা নিয়ে আইনি লড়াই এবার সুপ্রিম কোর্টে শুরু হল। সোমবার হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। পাশাপাশি হাইকোর্টের একই নির্দেশের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে পৃথক আবেদন করেছে কলকাতা পুরসভাও। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মহনার বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয়। সেখানে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের অস্তিত্ব না থাকলে তার সুপারিশ কীভাবে নেওয়া হল, সেই প্রশ্ন ওঠে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয় বুধবার। গত ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডের সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য সরকার। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী, কলকাতায় ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলর দীপু দাস। তাঁর অভিযোগ, প্রকৃত জনসংখ্যার পরিবর্তে ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে এইক্ষেত্রে ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, পুরসভার নির্বাচিত বোর্ড না থাকা অবস্থায় প্রশাসকের করা সুপারিশের ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে, সেই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এই মামলাটি প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে ওঠে। সেখানে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের আবেদন খারিজ হয়ে গেলেও ৬ নভেম্বর বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় নির্দেশ দেয়, সংশোধিত



ওয়ার্ড বিন্যাস করার ভিত্তিতে কলকাতা পুরসভার ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করা যাবে না। এছাড়াও পুনর্বিন্যাসের বৈধতা নিয়ে মূল মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে। এরপরেই সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। সোমবার শুনানিতে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর বক্তব্য, ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪৪ থেকে ২০৯ করার সিদ্ধান্তকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। মূল আপত্তি তোলা হয়েছে সীমানা নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়ে। এইক্ষেত্রে রাজ্যের দাবি, পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে নিজে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। রাজ্য সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে, তা মেনেই এই পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত কাজ হয়েছে। পাশাপাশি পুনর্বিন্যাস করার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার পক্ষেও আদালতে যুক্তি দেয় রাজ্য। এদিন রাজ্য সরকারের দাবি, সব পক্ষের আপত্তি ও অভিযোগ শোনার জন্য ১০ জন আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই শুনানির জন্য ২৮৫টি নোটিস পাঠানো হয়। এলাকার বাসিন্দা ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষগুলিকে দু'বার আপত্তি জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়াও এই বিষয়ে সর্বদলীয় বৈঠকও ডাকা হয়েছিল। তবে এদিনের শুনানির সময় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচিত পুরসভা ভেঙে যাওয়ার পরে কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে সুপারিশ এল কীভাবে? পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের অস্তিত্ব না থাকলে কলকাতা পুরসভা আইন অনুযায়ী সেই সুপারিশের ভিত্তি কী, তা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, হাইকোর্টে মামলার শুনানিতেও মূলত এই আইনি প্রশ্নটিই উঠে আসে। রাজ্যের নিযুক্ত প্রশাসক কি নির্বাচিত পুরসভার হয়ে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করতে পারেন, তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। যদিও রাজ্য সরকারের যুক্তি ছিল, নির্বাচিত বোর্ড না থাকলেও প্রশাসকের হাতে পুরসভার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে এখন সুপ্রিম কোর্টের বুধবার এই মামলার শুনানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজ্য এবং পুরসভা। বর্তমানে আদালতের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে ২০৯টি ওয়ার্ডের নতুন বিন্যাস নিয়ে কলকাতা পুরসভার ভোট প্রক্রিয়া কতটা এগোতে পারবে।

মোথাবাড়ি-কাণ্ডে ফের এনআইএ-র ডাকে স্বামীকে নিয়ে হাজির সাবিনা

'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে দাবি বিধায়িকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মালদা জেলার মোথাবাড়ি-কাণ্ডে দ্বিতীয়বার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা-র মুখোমুখি হলেন সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন। সোমবার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে সল্টলেকে এনআইএ-র দপ্তরে হাজিরা দেন তিনি। যদিও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই তলবকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে অভিযোগ করেন বিধায়িকা। তাঁর দাবি, ওই ঘটনার সঙ্গে কোনওভাবেই তিনি বা তাঁর স্বামী যুক্ত নন। সোমবারে নির্ধারিত সময়ের আগেই এনআইএ দপ্তরে পৌঁছে যান সাবিনা ও তাঁর স্বামী। সেখানে ঢোকার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়িকা বলেন, ওই ঘটনার দিন তিনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বিডিও অফিসের বাইরে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছিলেন। তারপর এলাকায় যে অশান্তি হয়েছিল, তার



সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। বারবার তলবের পিছনে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য' আছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে এই ঘটনায় এনআইএ-র বক্তব্য, মোথাবাড়ির ঘটনার সঙ্গে বিধায়ক ও তাঁর স্বামীর ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাই তদন্তের স্বার্থেই তাঁদের দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। এই মামলায় তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, এই ঘটনার পিছনে পূর্বপরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মোথাবাড়িতে জাতীয় সড়ক অবরোধকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘ সময় ধরে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে যান চলাচল কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথমে রাজ্য পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও পরে নতুন করে এফআইআর দায়ের করে তদন্তর দায়িত্ব নেয় এনআইএ। যদিও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই ঘটনা হঠাৎ করে তৈরি হওয়া উত্তেজনা ছিল না। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে উঠে আসে, অশান্তি দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যাওয়ার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। সেদিন ঘটনাস্থলে শামিয়ানা, বাঁশ, মাইক, শুকনো খাবার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয় বলে তদন্তকারীদের দাবি। এই আয়োজন কারা করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে বিধায়ক ও তাঁর স্বামীর কোনও যোগ ছিল কি না, তা জানতেই এদিন জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডাকা হয় তাঁদের।

সম্পাদকীয়

বাল্যবিবাহ নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর এক মুখ্যমন্ত্রী

রোগটা অনেক পুরনো। অনেক সরকার এসেছে, গেছে, দেওয়া হয়েছে অনেক কড়া কড়া ওষুধ, কিন্তু রোগ সারেনি। আনা হয়েছে আইন, কিন্তু তাতেও যে খুব কাজ হয়েছে বলা যাবে না। কারণ, সমস্যাটা সমাজের একেবারে গভীরে। ফলে ওখানে পৌঁছাতে না পারলে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন। রোগের নাম বাল্যবিবাহ। এবার এই বাল্যবিবাহ বন্ধে কঠোর অবস্থান নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফলে অনেকেরই এবার আশা জেগেছে। তার কড়া বার্তা, বাল্যবিবাহ দিলে শুধু বাবা, মা-ই নয়, পুরোহিত, কাজীর মতো যারা বিয়ে দেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সামনেই ২৭ নভেম্বর। ওইদিন আন্তর্জাতিক বাল্য বিবাহ নির্মুল দিবস। সেই দিনটি রাজ্যে সাড়ম্বরে পালিত হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলার ছবিটা ঠিক কীরকম, তা উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যে। তথ্য বলছে, পয়লা জানুয়ারি থেকে ত্রিশ জুন এই সময়সীমার মধ্যে ১২, থেকে ১৫ বছরের সাত হাজার নাবালিকা নাকি মা হয়েছেন! এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে পরিস্থিতিটা ভয়ঙ্কর! এই পরিস্থিতি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, আরও হবে। মুখ্যমন্ত্রী অভিভাবকদেরও সতর্ক করে দিয়েছেন। ঘরের মেয়েদের শিক্ষিত, আত্মনির্ভর করতে একাধিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য। শুধুমাত্র আর্থিক অক্ষমতার কারণে অকালে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া কোনও ভাবে মানা যায় না বলেও কড়া ভাষায় বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য রাজ্যের তরফে এবার ব্যাপক ভাবে জনসচেতনতামূলক প্রচার চলছে, আগামীদিনে তা আরও জোরদার হবে। এর সঙ্গে আরও এক 'রোগ' লাভ জেহাদ নিয়েও সতর্ক করেন তিনি। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে এই নিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ। মালদহ থেকে অভিযোগও এসেছে কাজিরা নাবালিকাদের বিয়ে দিচ্ছে কোনও সার্টিফিকেট না দেখেই। ভুয়ো কাজি সেজে পাচার চক্রের পাণ্ডারাও প্রতারণা করে চলেছে। প্রথমে বিয়ে, পরে পাচার বা বিক্রি। এমনকি সরকার স্বীকৃত ম্যারেজ অফিসারদেরকেও বোকা বানানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগের পর আশা করা যায় ছবিটা এবার বদলাবে।

'আমরাও চাই পুরভোট সঠিক সময় হোক'

শান্তিপুরে মন্তব্য বিজেপির রাজ্য সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: 'মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরাও চাই পুরভোট সঠিক সময়ে হোক।' শান্তিপুরে রাস উদ্বোধনে এসে এমনটাই বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি এও বলেন, 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। জোর করে কোনও বোর্ড আমরা ভেঙে নিইনি।' প্রথমে তিনি শান্তিপুরের আগমেশ্বরী তলার রাস উৎসবের উদ্বোধন করেন। এরপরে শান্তিপুর হাসপাতাল সংলগ্ন শান্তিপুর জনসংঘ কল্যাণের পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন করেন তিনি। আগামী মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী রাসযাত্রা। প্রতিবছরের মতো এ বছরও বিগ্রহ বাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বারোয়ারিগুলো বিশেষ আকর্ষণ নিয়ে এসেছে দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে। আবহাওয়ার জন্য কিছুতে সমস্যা হলেও দিনরাত কাজ করে প্যান্ডেল



তৈরির কাজ প্রায় সমাপ্ত করেছে বিভিন্ন বারোয়ারিগুলো। গতকাল দেখা গেছে নবদ্বীপের রাস উদ্বোধন করতে এসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ শান্তিপুরের রাস উদ্বোধন করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তঁর দাবি, 'নাগরিকদের পরিষেবা নিশ্চিত করা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব। কিন্তু মামলা মোকদ্দমার জেরে পুরসভাগুলির নির্বাচন ও পরিষেবা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে।' রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'পঞ্চায়েতের প্রধানদের একাংশকে বাড়িতে ঢুকে থাকতে হচ্ছে। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দলের মধ্যে কে বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন আর কে কম পেয়েছেন, তা নিয়েই সংঘাত চলছে। কোথাও নেতাদের গাড়িতে পাথর ছোড়া হচ্ছে, কোথাও বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হচ্ছে, আবার কোথাও ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটছে।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট বন্ধ করতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে কাজ করছেন। তবে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি বন্ধ না হলেও অনেকটাই করা সম্ভব হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনাগুলিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টাও হচ্ছে। 'গেরুয়া টিপ ও উত্তরীয় পরে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, 'প্রশাসনের মাধ্যমে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বিজেপির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন এবং যেখানে অশান্তি হচ্ছে, সেখানে বিধায়কেরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন।'

বোনের অসুস্থতা ঘিরে রহস্য

নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরব রেখা পাত্রের দিদি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্রের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ ঘণীভূত হচ্ছে রহস্য। শরীরে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা, খাবারের সঙ্গে বিষাক্ত কিছু মেশানো হয়েছিল কি না, কিংবা অন্য কোনওভাবে রাসায়নিক পদার্থ শরীরে প্রবেশ করেছে, একাধিক প্রশ্ন ঘিরে বাড়ছে জল্পনা। এবার বোনের অসুস্থতা নিয়ে মুখ খুলে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানালেন রেখা পাত্রের দিদি রেবা নস্কর। তাঁর মন্তব্য, 'বোনের ক্ষতি হোক, আমরা কখনও চাইব না।' তবে কীভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি হল, তার প্রকৃত কারণ সামনে আসা জরুরি বলেই দাবি পরিবারের। পরিবারের বক্তব্যে স্পষ্ট, এই অসুস্থতার ঘটনাকে নিছক শারীরিক অসুস্থতা হিসেবে দেখেই থেমে থাকতে চাইছে না তারা। ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ বা কারও ভূমিকা রয়েছে কি-না, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে বিষ প্রয়োগের কোনও প্রমাণ সামনে আসেনি, তবুও বিষক্রিয়ার উৎস নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার রাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন রেখা পাত্র। শুরু হয় লাগাতার বমি। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না তাঁর স্বামী সন্দীপ পাত্র। প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার রবীন্দ্রনাথ টেগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বিধায়ককে। প্রাথমিকভাবে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। লেবুখালীর বাড়িতে কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার কিংবা অন্য কোনও রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। তবে খাবারের সঙ্গে বিষাক্ত কিছু মিশেছিল কি না, নাকি অন্য কোনওভাবে শরীরে বিষক্রিয়া ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই অজানা উৎসই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এদিকে, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন রেখা পাত্র। স্যালাইন দেওয়ার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দিদি রেবা নস্কর। তবে এখনও সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত নন তিনি। চিকিৎসকদের তরফে বিস্তারিত মেডিক্যাল বুলেটিন প্রকাশ্যে আসেনি বলে দাবি দিদির। সন্দেশখালির আর এক পরিচিত প্রতিবাদী মুখ পিয়ালী দাসও রেখা পাত্রের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। বোনের অসুস্থতা নিয়ে দিদির উদ্বেগ, বিষক্রিয়ার উৎস নিয়ে পরিবারের প্রশ্ন এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি, সব মিলিয়ে ঘটনাটি ঘিরে তৈরি হয়েছে একাধিক অস্বস্তিকর প্রশ্ন। কী থেকে বিষক্রিয়া? দুর্ঘটনা, না কি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে? অনুমানের বদলে নিরপেক্ষ তদন্তেই সামনে আসুক প্রকৃত সত্য, এখন সেটাই চাইছে রেখা পাত্রের পরিবার।

পঞ্চায়েতে আচমকা পরিদর্শন, কর্মীদের ধমক বিধায়ক জিতেন্দ্রর



নিজস্ব প্রতিবেদন, প্রতাপপুর: পঞ্চায়েত কর্মীদের কাজের সময় নিয়ে এবার সরাসরি প্রশ্ন তুললেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। উপস্থিতি খাতায় কর্মীদের পঞ্চায়েতে প্রবেশের সময় লেখা থাকলেও বেরোনোর সময়ের ঘর ফাঁকা! সোমবার আচমকা দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনে গিয়ে এমনই ছবি দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিধায়ক। পঞ্চায়েত সচিব-সহ কর্মীদের রীতিমতো ধমক দিয়ে দায়িত্ব পালনে সতর্ক করলেন তিনি। জানা গিয়েছে, বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি বেশ কিছুদিন ধরেই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করছেন। সেই ধারাবাহিকতায় সোমবার কোনও আগাম ঘোষণা ছাড়াই প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছে যান তিনি। পঞ্চায়েতে ঢুকেই প্রথমে কর্মীদের উপস্থিতি খাতা দেখতে চান। খাতা খুলতেই নজরে আসে অসঙ্গতি। দেখা যায়, অধিকাংশ কর্মীর ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে ঢোকার সময় উল্লেখ থাকলেও বেরোনোর সময় লেখা নেই। এই বিষয়টি দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিধায়ক। পঞ্চায়েত সচিব ও কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এই ধরনের কাজ কেন করছেন আপনারা? এর জন্য আমাকে সাধারণ মানুষের কাছে কথা শুনতে হচ্ছে। সরকার আপনাদের মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য বসিয়েছে। আর আপনারা যদি এভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন, তাহলে আগামী দিনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' শুধু উপস্থিতি খাতা পরীক্ষা করেই থেমে থাকেননি বিধায়ক। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজকর্মের নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি পঞ্চায়েতে পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও পরিষেবা পাওয়ার অভিজ্ঞতার কথাও শোনেন। হঠাৎ বিধায়কের এই পরিদর্শনে পঞ্চায়েতের কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সরকারি দপ্তরে কর্মীদের উপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না, এই বার্তাই দিতে চাইলেন বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

দুর্গাপুরে বিজেপি নেতা খুনে অভিযুক্তের বাড়িতে বুলডোজার



নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বিজেপি নেতা খুনের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই অভিযুক্তের বাড়িতে বুলডোজার অভিযান! সোমবার দুপুরে দুর্গাপুর-ফরিদপুরের জব্বরপল্লিতে মূল অভিযুক্ত বিজয় নন্দীর বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। যদিও প্রশাসনের দাবি, খুনের মামলার সঙ্গে এই পদক্ষেপের কোনও সম্পর্ক নেই। বাড়িটি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৈধ অনুমতি না থাকায় নিয়ম মেনেই ভাঙার কাজ করা হয়েছে। তবে বিজেপি বিধায়কের কড়া হুঁশিয়ারির মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এই বুলডোজার অভিযান ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। উল্লেখ্য, ১০ নভেম্বর রাতে দুর্গাপুর-ফরিদপুরের জব্বরপল্লিতে খুন হন বিজেপির ওবিসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শ্যাম কুমার দাস। অভিযোগ, তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিজয় নন্দী, অজয় নন্দী ও প্রসূন পাণ্ডেকে। ধৃতদের মধ্যে বিজয় নন্দীকে মূল অভিযুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে। ঘটনার পরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তাঁর বক্তব্য ছিল, খুনের সঙ্গে জড়িতদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। এরপরই সোমবার দুপুরে মূল অভিযুক্ত বিজয় নন্দীর বাড়িতে বুলডোজার নিয়ে হাজির হয় প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, বাড়ি নির্মাণের বৈধ অনুমতি না থাকার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে আগেই নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই নোটিশের কোনও সন্তোষজনক জবাব মেলেনি বলে অভিযোগ। এরপর দুর্গাপুর-ফরিদপুরের বিডিও দেবদ্বীপ বৈরাগীর নেতৃত্বে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সঙ্গে ছিল বুলডোজার। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িটি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়। এ বিষয়ে দুর্গাপুর-ফরিদপুরের বিডিও দেবদ্বীপ বৈরাগী বলেন, 'সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল। কোনও নথি দেখাতে পারেননি। সেই কারণেই বাড়িটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।' তবে বিজেপি নেতা খুনের মামলার মূল অভিযুক্তের বাড়িতে প্রশাসনের এই বুলডোজার অভিযান স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। একদিকে খুনের তদন্ত, অন্যদিকে বাড়ি ভাঙার প্রশাসনিক পদক্ষেপ, দুইয়ের সময়গত যোগসূত্র নিয়েই এখন চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। যদিও প্রশাসন স্পষ্ট করেছে, বাড়ি ভাঙার কারণ শুধুমাত্র নির্মাণের বৈধ অনুমতি না থাকা।

থানার মালখানা থেকে বাজেয়াপ্ত কোটি টাকার সোনা 'বেআইনি' নিলাম

সাসপেন্ড মগরা থানার আইসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: থানার মালখানায় সংরক্ষিত বাজেয়াপ্ত কোটি টাকার সোনার বাট 'বেআইনিভাবে' নিলাম ও গায়েব হয়ে যাওয়ার গুরুতর অভিযোগে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ জেলার মগরা থানার অফিসার-ইন-চার্জ (আইসি) ইন্সপেক্টর সুমন বগিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি (আইনশৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলা-প্রশিক্ষণ) অজয় মুকুন্দ রানাডের জারি করা নির্দেশিকায় বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে তাঁকে সাসপেন্ড করে জেলা সদর দপ্তরে ক্লোজ করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, ১৯৯০-এর দশকে বিভিন্ন মামলায় বাজেয়াপ্ত হওয়া বিপুল পরিমাণ পুরোনো সোনার বাট, যার আনুমানিক বাজারমূল্য কোটি টাকার বেশি, মগরা থানার মালখানায় জমা ছিল। চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর মগরা থানার মালখানায় থাকা পুরোনো সামগ্রীর নিলাম প্রক্রিয়া চলে। অভিযোগ উঠেছে, সেই নিলামের আড়ালে বা ওই সময়ে মালখানায় রাখা আসল সোনার বাট সরিয়ে ফেলে সেখানে নকল অলঙ্কার রেখে দেওয়া হয়।

বিষয়টি জানাজানি হতেই হুগলি গ্রামীণ পুলিশ মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন থেকেই ওই আধিকারিককে থানার দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে বাঁশবেড়িয়া মিল ফাঁড়িতে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এবং ডিএসপি পদমর্যাদার এক আধিকারিকের নেতৃত্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়।

প্রাথমিক তদন্তে কর্তব্যে গাফিলতি ও অনিয়মের প্রমাণ মেলায় রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৩ নভেম্বর দুপুর ১টা থেকে কার্যকর হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এবং নিরপেক্ষ বিভাগীয় তদন্তের স্বার্থে সুমন বগিকে সাসপেন্ড করা হলো। সাসপেনশন চলাকালীন তিনি নিয়ম অনুযায়ী খোরাকি ভাতা পাবেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জেলা পুলিশ সদর দপ্তরে রিপোর্ট করবেন।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই স্থানীয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মালখানার মতো অত্যন্ত সুরক্ষিত জায়গা থেকে কীভাবে এত বিপুল পরিমাণ বাজেয়াপ্ত সোনা সরানো হলো এবং এর পেছনে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।

বনজ ছত্রাক সংগ্রহে সচেতনতার বার্তা গবেষক ও পরিবেশবাদীদের

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়



শ্যামলকান্তি মল্লিক ও আশিস মণ্ডল

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া-সহ গ্রামবাংলার জেলাগুলিতে বনজ ছত্রাক (ছাতু) অত্যন্ত জনপ্রিয়। বর্ষা ও শরৎ কালে জেলার বাজারগুলিতে বনজ ছাতু বিশেষ করে শিক বা কাড়ান ছাতু ৮০০ থেকে ১০০০টাকা দরেহুড়োহুড়ি করে কেনাবেচা হতে দেখা যায়। এসময় ভোরের দিকে বনজঙ্গল, পুকুরের পাড়, বাগান ও পতিত জমিতে এই কাড়ান ছাতু তুলতেও দেখা যায় বহু মানুষকেই। এই ছাতু অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সকলের পরিচিত।

বন সংলগ্ন গরিব মানুষের বিকল্প জীবিকা ও নিরোগ জীবনের জন্য কাড়ান বা শিক ছাতু ও ভেষজগাছ প্রসারে তাদের প্রশিক্ষণ ও সচেতন করার কাজ গত কয়েক বছর ধরে করে চলেছে পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস।

অন্যদিকে, যেসব জায়গায় শিক বা কাড়ান ছাতু জন্মায় সেখানে আরও অনেক ছাতু ফোটে যেগুলি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বা বিষাক্ত বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলার বেশ কয়েকজন গবেষক। বাঁকুড়ার তিন বনাঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে মোট ২৪ প্রজাতির ছাতুর সন্ধান পেয়েছেন এই গবেষকেরা। এই ছাতুগুলির মধ্যেমাত্র ৮টি খাওয়ার যোগ্য বলে তারা দাবি করেছেন। এই কাড়ান ছাতু তাদেরই একটা। অন্যদিকে ১২টি ছাতু খাওয়ার অযোগ্য এবং বাকি ৪টি বিষাক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন তারা। বিষ্ণুপুর, রামসাগর ও ওন্দার বিভিন্ন বনাঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে গবেষকেরা এই ২৪ প্রজাতির বনজ ছাতুর সন্ধান পেয়েছেন।বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ ও বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা ও অণুজীববিদ্যা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এই গবেষকেরা হলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, রেবেকা ঘণ্টা, শ্যামলকান্তি মল্লিক, আশিস মণ্ডল ও সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়। এই গবেষণার প্রতিবেদনটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'অ্যাক্টা বায়োলজিকা স্লোভেনিকা' পত্রিকায়। অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের অণুজীববিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। রেবেকা ঘণ্টা, শ্যামলকান্তি মল্লিক ও আশিস মণ্ডল রামানন্দ কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের গবেষক। এই গবেষণায় বিষাক্ত হিসেবে চিহ্নিত চারটি প্রজাতি হল মাইসিনা রোজিয়া, সিস্টোঅ্যাগারিকাস ট্রাইসাল ফিউরেটাস, ম্যাক্রোলেপিওটা প্রসেরা ও লিউকোকোপ্রিনাস ফ্রিটেসিয়াস। তবে বেশ কিছু গবেষক ম্যাক্রোলেপিওটা প্রসেরাকে খাওয়ার যোগ্য বলেছেন। এই প্রজাতির ছাতু বিষাক্ত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে। বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের গবেষক সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, বনজ ছাতুর ক্ষেত্রে শুধু বাহ্যিক চেহারা, রং বা গন্ধ দেখে খাওয়ার যোগ্য হিসাবে চিহ্নিত করা নিরাপদ নয়। একই রকম দেখতে একাধিক প্রজাতির মধ্যে কোনওটি খাওয়ার যোগ্য, আবার কোনটি বিষাক্ত হতে পারে। তাই বিশেষ ভাবে প্রজাতি জেনেই জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা ছাতু খাওয়া উচিত। অন্যদিকে, মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস-এর সম্পাদক ঝর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় ও সভাপতি সংগীতা ধর বিশ্বাস জানান, কাড়ান বা শিক ছাতুর সঙ্গে গ্রাম বাংলার মানুষের প্রায় জন্ম থেকেই পরিচয়। তাছাড়া বনজ ছাতু, ভেষজউদ্ভিদ ও পাতা চেনা, সুরক্ষা ও সংগ্রহ নিয়ে বিগত ৫ বছর ধরে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবির করে চলেছেন। বন আগুন রোধ করতে এবং বন সংলগ্ন গ্রামবাসীদের বিকল্প আয় সুনিশ্চিত করতে এই দেওয়া হয়ে আসছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, সচেতনভাবে বনজ ছাতু সংগ্রহ করলে কাড়ান বা শিক ছাতু ভেবে বিষাক্ত ছাতু তোলার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না।

রাজ্যস্তরে যোগাসনে স্বর্ণপদক বিজয়ী আরামবাগের অদ্রিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ছোট্ট বয়সেই অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর। যোগাসনে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে আরামবাগের মুখ উজ্জ্বল করল আরামবাগ হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অদ্রিশ পাল। তার এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা। রাজ্যস্তরে সেরার শিরোপা জয়ের সুবাদে এবার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে সে। আগামী দিনে জাতীয় মঞ্চে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে আরও বড় সাফল্য অর্জন করাই এখন তার লক্ষ্য।জানা গেছে, গত ৩ ও ৪ নভেম্বর সল্টলেকের বিধাননগর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম রাজ্যস্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সেখানেই অনূর্ধ্ব-১৯ বয়েজ বিভাগের আর্টিস্টিক যোগাসন সিঙ্গেল ইভেন্টে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে প্রথম স্থান অধিকার করে অদ্রিশ। তার ঝুলিতে আসে স্বর্ণপদক। আর এই জয়ের হাত ধরেই ধানবাদে অনুষ্ঠিত হতে চলা জাতীয় স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পেয়েছে সে। জাতীয় স্তরে খেলা হবে ঝাড়খণ্ডে বলে জানা গেছে। অদ্রিশ আরামবাগ হাইস্কুলের ইংরেজি মাধ্যমের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার বাড়ি আরামবাগের চাঁপাড়াঙ্গার পশ্চিম রামনগর



এলাকায়। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ।পরবর্তীকালে শিক্ষকদের পরামর্শে যোগাসনের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে। মাত্র আট বছর বয়স থেকে শুরু হয় যোগাসনের নিয়মিত অনুশীলন। এ প্রসঙ্গে আরামবাগ হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ টুডু বলেন, 'অদ্রিজের এই সাফল্য আমাদের বিদ্যালয়ের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ক্ষেত্রেও একজন ছাত্র যে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে, অদ্রিজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।' ওই স্কুলের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ভবানী প্রসাদ দাস বলেন, 'ওর নিষ্ঠা, নিয়মিত অনুশীলন এবং কঠোর পরিশ্রম আজ ওকে রাজ্যস্তরে সাফল্য এনে দিয়েছে।'

ভিডিও কলে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি-কাণ্ডে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে থাকা পুরাতন মালদার কুখ্যাত দুষ্কৃতী আকাশ মণ্ডলকে অবশেষে নদিয়া থেকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। নদিয়া জেলার হরিণঘাটা এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে আত্মগোপন করেছিল অভিযুক্ত আকাশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং নামিদামী কোম্পানির চার চাকার গাড়িও আটক করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। এই ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পুরাতন মালদা থানার ছাতিয়ান মোড়, সাহাপুর, লক্ষ্মী কলোনি এলাকার বাসিন্দারা। পুরাতন মালদা থানার পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হবিবপুরের বিধায়ক জোয়েল মুর্মু। তিনি বলেন, 'এই ধরনের দুষ্কৃতীর কঠোর শাস্তির দাবি করা হয়েছে এবং পুলিশ খুব ভালো কাজ করেছে।' উল্লেখ্য, গত রবিবার পুরাতন মালদার সাহাপুর এলাকায় এক ব্যবসায়ী কমল ঘোষকে মোবাইলে ভিডিও কল করে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ৩০ লক্ষ টাকা তোলা আদায়ের হুমকি দেয় আকাশ মণ্ডল বলে অভিযোগ। হুমকি দেওয়ার ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তৎপর হয় পুলিশ। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদিয়া জেলার হরিণঘাটায় একটি গোপন আস্তানায় অভিযান চালায় পুরাতন মালদা থানার অন্তর্গত মঙ্গলবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিক অনন্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে



পুলিশের একটি দল। সেখান থেকেই একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিলাস বহুল একটি চার চাকা গাড়ি-সহ আকাশ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পানীয় জল ও রাস্তার দাবি, ক্ষীরপাইয়ে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম ম

বালুরঘাট থেকে মায়াপুর সরাসরি বাস পরিষেবা চালু

মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রার সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তীর্থযাত্রী এবং সাধারণ নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা বালুরঘাট থেকে মায়াপুর পর্যন্ত সরাসরি একটি নতুন বাস পরিষেবা চালু করল। এই পরিষেবা চালুর মাধ্যমে জেলার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হলো।



নতুন এই বাস পরিষেবাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, বাসটি প্রতিদিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে বালুরঘাট থেকে ছাড়বে এবং পথে মোট ২১টি স্টপেজ ছুঁয়ে বিকেল ৫টার মধ্যে মায়াপুরে পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ফিরতি পথে বাসটি পরের দিন সকাল ৭টায় মায়াপুর থেকে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। এর ফলে দুই গন্তব্যের মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য এক অত্যন্ত সুবিধাজনক পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি হলো। এই যাত্রাপথে যাত্রী পিছু ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬৫ টাকা। তবে মহিলাদের যাতায়াতে উৎসাহিত করতে একটি বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, আসল আধার কার্ড দেখালে মহিলা যাত্রীরা এই বাসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। এই সরাসরি সংযোগের ফলে বালুরঘাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা, বিশেষ করে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও তীর্থস্থান মায়াপুরে যাতায়াত করেন, তাঁরা ভীষণভাবে উপকৃত হবেন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং তীর্থযাত্রীরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, কারণ তাঁদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে এই দুটি জায়গার মধ্যে সরাসরি বাস যোগাযোগের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। নতুন এই পরিষেবাটি একদিকে যেমন তীর্থযাত্রাকে আরও সহজলভ্য করে তুলবে, তেমনই গোটা অঞ্চলের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকেও আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় জানান, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও মানুষের সুবিধার কথা ভেবেই এই নতুন বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে প্রচুর ভক্তকুল যাতায়াত করেন এবং সমীক্ষায় দেখা গেছে, ট্রেন পরিষেবা নবদ্বীপ ধাম পর্যন্ত ও রাতে পৌঁছানোয় যাত্রীদের মায়াপুরে যেতে অসুবিধা হয়। তাই ভক্ত ও যাত্রীদের সরাসরি মায়াপুরে পৌঁছানোর সুবিধা দিতেই প্রতিদিন চলাচলকারী এই পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।'

উত্তরপাড়ায় কংগ্রেসের উদ্যোগে ব্লাইন্ড স্কুলে কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে হুগলির উত্তরপাড়া টাউন কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং কাউন্সিলর কামাখ্যা নারায়ণ সিং-এর তত্ত্বাবধানে এক বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। রবিবার সন্ধ্যায় উত্তরপাড়ার মাখলা ব্লাইন্ড স্কুল মাঠে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আসন্ন শীতের কথা মাথায় রেখে এদিনের অনুষ্ঠান থেকে এলাকার দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রী ও দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মোট ৩০০ জনকে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।



অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার কংগ্রেস কাউন্সিলর কামাখ্যা নারায়ণ সিং, জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অলোক রঞ্জন ব্যানার্জী, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক তথা ডানকুনির বিশিষ্ট আইনজীবী আবু আব্বাস উদ্দিন, ডানকুনি মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সনজিতা বেগম, হুগলি জেলা কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ দেব, রাজ্য কিষান কংগ্রেসের তিন জেলার পর্যবেক্ষক গোপাল দে, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়ম সিং-সহ জেলার অন্যান্য কংগ্রেস কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দ। সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এদিন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'স্বপ্ন পূরণ ড্যান্স একাডেমি'-র প্রতিষ্ঠাতা মৌমিতা লাকদারের নেতৃত্বে শিল্পীরা মনোরম নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়াও স্থানীয় আরও একটি নৃত্য একাডেমির শিল্পীরা তাদের নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা কংগ্রেস নেতা তথা উত্তরপাড়া পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর কামাখ্যা নারায়ণ সিং।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ASREC (India) Limited

বিল্ডিং নং ২, ইউনিট নং ২০১-২০২ এবং ২০০এ-২০০বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সলিটায়ার কর্পোরেট পার্ক, আন্ধেরি ঘাটকোপার লিঙ্ক রোড, চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০ ০৯৩।

দখল বিজ্ঞপ্তি

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(১)-এর অধীনে]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

অ্যাসরেক (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, মেসার্স প্রোটিয়াম ফিন্যান্স লি. (পূর্বে গ্রোথ সোর্স ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজিস লি. এবং তার পূর্বে গ্রোথ সোর্স ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজিস প্রা. লি. নামে পরিচিত)-এর স্বত্বনিয়োগী (অ্যাসাইনি) হিসেবে ৩০.০৯.২০২৫ তারিখের স্বত্বনিয়োগ চুক্তি মূলে মূল ঋণদাতা **মেসার্স প্রোটিয়াম ফিন্যান্স লি. (পূর্বে গ্রোথ সোর্স ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজিস লি. এবং তার পূর্বে গ্রোথ সোর্স ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজিস প্রা. লি. নামে পরিচিত)**-এর নিকট থেকে জামানত সহ সুরক্ষিত ঋণ অর্জন করেছে। অ্যাসরেক (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা/যৌথ-ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতা/জামিনদারকে নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

৩০.০৯.২০২৫ তারিখের স্বত্বনিয়োগ দলিল অনুসারে, মূল ঋণদাতা **মেসার্স প্রোটিয়াম ফিন্যান্স লি.** অপরিবর্তনীয়ভাবে আর্থিক সম্পদগুলি সমস্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ এবং অন্তর্নিহিত সুরক্ষা স্বার্থ সহ **অ্যাসরেক (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের** অনুকূলে হস্তান্তর ও স্বত্বনিয়োগ করেছে। ফলস্বরূপ, সারফেসি আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী অ্যাসরেক (ইন্ডিয়া) লিমিটেড উক্ত ঋণগ্রহীতার সুরক্ষিত পাওনাদার হয়ে উঠেছে এবং নিজ নামে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করতে ও ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের নিকট থেকে বকেয়া আদায় করতে অধিকারী হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/যৌথ-ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারগণ উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণকে এই দখল বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে অ্যাসরেক (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই ধরনের সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ মোট বকেয়া অর্থ এবং তার উপর পরবর্তী সুদের জন্য অ্যাসরেক ইন্ডিয়া লিমিটেডের দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে। সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা ৮-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদাতাদের নাম	বলবৎযোগ্য সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ	সম্পত্তি দখলের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ টাকায় / যে তারিখ অনুযায়ী
১.	GS070EEL2471004 ১. আলি হোসেন টেইলর সেন্টার ২. লুৎফর মোল্লা ৩. রানুয়ারা বিবি	বাকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - হাড়োয়া, পিন - ৭৪৩৪২৫, মৌজা - খাড়ুপালা, জে.এল. নং - ১৪, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ - ৮২৭, তৌজি নং -২১- ২৩, এল.আর. খতিয়ান - ২৩২৫-এর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, তৎসহ এর সাথে যুক্ত অন্যান্য সমস্ত অধিকার, ভবন, উন্নয়ন এবং সুখাধিকার সহ।	১৯-১১-২০২৬	২৭,৮৪,৫২০/- টাকা ৩১.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী

সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমার বিষয়ে আইনের ধারা (১৩)-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সারফেসি আইন দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / সম্পত্তির মালিকগণ (ক্ষেত্রবিশেষে) এবং প্রয়োজনে তাঁর / তাঁদের উত্তরাধিকারীদের অ্যাসরেক (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে উপরিলোখিত সম্পত্তিগুলি হস্তান্তর করা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সারফেসি আইনের বিধানের যেকোনো লঙ্ঘন অপরাধের জন্য দায়ী ঋণগ্রহীতা এবং সম্পত্তির মালিকদের সারফেসি আইন অনুসারে কারাদণ্ড এবং/অথবা অর্থদণ্ডের জন্য দায়ী করবে।

তারিখ : ২৩.১১.২০২৬
স্থান : মুম্বই

স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাসরেক (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

SBI **এসবিআই সিআইটি রোড শাখা (০১১৪০)**
পি-৩৫, সিআইটি রোড (চাকদহ হাউস), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৪
সোনার অলঙ্কারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শহিদ হোসেন (অ্যাকাউন্ট নং ২০০১২৫৮৫৪৭৫) যিনি **এসবিআই সি.আই.টি. রোড শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যিনি সঠিকভাবে নোটিশ/নোটিশগুলির জবাব দেননি বা নোটিশটি বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে এই পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **৩০.১১.২০২৬-এর** আগে পরিশোধ করা না হয়, ব্যাঙ্ক পূর্ববর্তী দিনের পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করবে, নিলামের দিনে বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নে উল্লিখিত সময় এবং তারিখে শাখা প্রেমিসেস/গোল্ড হাব-এ প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কারের দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা: শহিদ হোসেন (অ্যাকাউন্ট নং ২০০১২৫৮৫৪৭৫)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩০.১১.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টে থেকে বিকাল ০৫.০০ টে	২২ ক্যারাট	গ্রস ওজন ৪৪.৭৫ গ্রাম নিট ওজন ৪২.৫০ গ্রাম	৪ টি চুড়ি
২.	৩০.১১.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টে থেকে বিকাল ০৫.০০ টে	২২ ক্যারাট	গ্রস ওজন ১০.৮৫ গ্রাম নিট ওজন ৯.৮০ গ্রাম	৪ টি কানের দুল ১ টি আংটি

তারিখ: ২৪.১১.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই সিআইটি রোড

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রাল বैंক ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, মোবাইল নং : ৮৮২৫৩ ৪৩৯৫২
ই-মেল আইডি : drmdurgro@centralbank.co

প্রেমিসেস প্রয়োজন

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর-এর নিম্নলিখিত স্থানগুলির জন্য নতুন প্রেমিসেস প্রয়োজন। উপযুক্ত পার্কিং স্পেস সহ বাজারে অবস্থিত এবং বর্তমান শাখা প্রেমিসেস থেকে বিশেষত ৫০০ মিটারের বেশি দূরে নয় এমন বিল্ডিং-এর **গ্রাউন্ড ফ্লোর**-এ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী বিল্ডিং মালিকদের, যাঁদের এই ধরনের নবনির্মিত বিল্ডিং / প্রেমিসেস অবিলম্বে বা ৩ মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কে হস্তান্তরের জন্য উপলব্ধ রয়েছে, তাঁদের বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ, ইজারা দলিলের অনুলিপি, অনুমোদিত মানচিত্র, প্রস্তাবিত মূল্য ইত্যাদি সহ তাঁদের সম্পূর্ণ পূরণ করা প্রস্তাব জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্কের ফর্মটি পূরণ করে **১৫.১২.২০২৬** তারিখের মধ্যে একটি বন্ধ খামে **আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুরে** জমা দিতে হবে। আপনি **আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর** থেকে ফর্ম এবং অন্যান্য শর্তাবলী পেতে পারেন। কোনো কারণ না দেখিয়ে যেকোনো টেন্ডার বা সকল টেন্ডার বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত থাকবে।

ক্র. নং.	শাখার নাম	এলাকা
১.	বর্ধমান	১০০০ থেকে ১৫০০ বর্গফুট
২.	বাহির সর্বমঙ্গলা	৮০০ থেকে ১০০০ বর্গফুট

তারিখ : ২৩.১১.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর

আঞ্চলিক প্রধান, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস - কলকাতা, ৩, এন. এস. রোড, ম্যাকলিওড হাউস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল- pln_cal@bankofmaharashtra.bank.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের লকার ভেঙে খোলার জন্য জারি করা

ক্রম নং	শাখার নাম	শাখার বিবরণ	লকার নং	লকার ভাড়াটে(দের) নাম
১.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র আরবি অ্যাভিনিউ শাখা (শাখা কোড ৫৫৩)	**ঠিকানা** - ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, ১৩৫, ১ম ফ্লোর, ওয়ার্ড নং ৮৫, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ **নাম** - শ্রী দেবজ্যোতি নস্কর (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং** - ৭৯৮০৩৫২১৪৩ **ই-মেল আইডি**- Bom553@mahabank.co.in এবং brmgr553@mahabank.co.in	১০০০৫৯২৬০১	শ্রীমতী সুধা ডালমিয়া
২.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র নিউ আলিপুর শাখা (শাখা কোড ৭৯১)	**ঠিকানা** - ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, প্লট নং ১৭৫, ব্লক-জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ। **নাম** - শ্রী স্মৃতি রঞ্জন বারিক (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং** - ৮৯১৭৩৮৭৪৮৬ **ই-মেল আইডি** - Bom791@mahabank.co.in এবং brmgr791@mahabank.co.in	১০০১২২৭১১৭ ১০০১৬৮৪২৭৬	স্মৃতি চৌধুরী দীপান্বিতা বোস
৩.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র শিলিগুড়ি শাখা (শাখা কোড ১২৪৬)	**ঠিকানা** - ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, সনৎ ট্রেড সেন্টার, ৪৪৪, সেভক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং - ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ। **নাম** - শ্রী অভিজিৎ পরাশর (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং** - ৭৬০৩০০৫৮৮৯ **ই-মেল আইডি** - Bom1246@mahabank.co.in এবং brmgr1246@mahabank.co.in	১০০২০২৪০৪৬ ৩০০০৩৩৩০৯৫ ৩০০০৩৩৩২১১ ৩০০০৩৩৩৫৭৩ ৩০০০৩৩৩৯৭০	অশোক কুমার মিন্ডা মোহন মদন তালুকদার সুতপা দাস দেবযানী রায় প্রেমলতা মিত্তল
৪.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এমজি রোড শাখা (শাখা কোড ৯৪৯)	**ঠিকানা** - ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর, বড়বাজার, ১৪৮ সি.আর. অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ। **নাম** - শ্রী শিবা আগরওয়াল (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং** - ৭০০৮৮৫৭৪৮৬ **ই-মেল আইডি** - Bom949@mahabank.co.in এবং brmgr949@mahabank.co.in	১০০১৩২০২৮৪	শ্রী অরুণাভ করালী
৫.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র সল্ট লেক শাখা (শাখা কোড ১১৮১)	**ঠিকানা** - ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, বিই-৮৪, সেক্টর-১, সল্ট লেক, সিএপি ক্যাম্পের কাছে, কলকাতা - ৭০০০৬৪, পশ্চিমবঙ্গ। নাম - শ্রী বরাহমিহির রাউত (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং** - ৮০৯৩৩৯০৪২৩ **ই-মেল আইডি** - Bom1181@mahabank.co.in এবং brmgr1181@mahabank.co.in	১০০২০৯৮৮৯২ ৩০০০৪৩২৮৫৮ ৩০০০৪৩৩২৫০ ৩০০০৪৩৩৬৬৮	নীরা সিংহানিয়া পানা দেবী বিন্নানি অলোক চ্যাটার্জী কমল কুমার খেতওয়াত
৬.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র বিধাননগর শাখা (শাখা কোড ১২৭২)	**ঠিকানা** - ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, এফ.সি.-১২৭, সেক্টর-৩, সল্ট লেক, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ। **নাম** - শ্রী অনুপ কুমার সিং (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং** - ৮৯৬১৬০৮৬৪৫ **ই-মেল আইডি** - Bom1272@mahabank.co.in এবং brmgr1272@mahabank.co.in	৩০০০৬১৬১৮৭	শ্রীমতী রুমা মৈত্র
৭.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এসপি মুখার্জী রোড শাখা (শাখা কোড ৭১৫)	**ঠিকানা** - ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, ৩১-এ, শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, এস.পি. মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **নাম** - শ্রীমতী সেঁজুতি দাশগুপ্ত (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং** - ৯৯৭৫১৪৩২১৭ **ই-মেল আইডি** - Bom715@mahabank.co.in এবং brmgr715@mahabank.co.in	১০০০২৩৩০৪০ ১০০০২৩৩০৮৪ ১০০০২৩৩১০৮ ১০০০২৩৩৭৮৭ ১০০১৫৭৫৫০৭৬ ১০০১৫৭৯৪১৫১ ১০০০২৩৪০৭৭ ১০০০২৩৪৩০৬ ১০০০২৩৪৩৯৫ ১০০০২৩৪৮৩৮ ১০০০২৩৪৯১৮ ১০০০২৩৫১৯৫ ১০০০২৩৫২০৮ ১০০০২৩৫৩১১ ১০০০২৩৫৩৫৫ ১০০০২৩৫৪১৩ ১০০০২৩৫৪২৪ ১০০০২৩৫৮৬৫ ১০০০২৩৬১০৯ ১০০০২৩৬৩৪৭ ১০০০২৩৬৫৬৩ ১০০০২৩৬৫৮৫ ১০০০২৩৭২৮৩ ১০০০২৩৭৩৩০ ১০০০২৩৮৩৮৯ ১০০০২৩৮৪৯২ ১০০০২৩৮৫৬১ ১০০০২৩৯৮৪৭ ১০০০২৩৯৯১৬ ১০০০২৪০৯৩৩ ১০০০২৪১৩৯২ ১০০০২৪১৫২৯ ১০০০৫৩৭২৪	বাণীব্রত ঘোষ দেবাশীষ সরকার কুন্তলা বসু ও সুজিত কুমার বসু দিবারাণী চৌধুরী ও ইভা রায় চৌধুরী গোপা ঘোষ হরজিৎ সিং ও অমরজিৎ কৌর সিং কমলা দত্ত রেনু দত্ত ও দেবব্রত দত্ত মনু সেন গোপাল রাম চন্দ্র শিন্ডে কমলেশ আগরওয়াল ডলি ঘোষ দীপ্তি কুমার দাস ও মঞ্জু দাস আশিস দত্ত প্রতিমা সাহা ও স্বপন কুমার সাহা প্রীতি কে মেহতা, পঙ্কজ মেহতা ও নেহা মেহতা বিনোদ বি মেহতা চন্দা মুনশানি তপন কুমার দাস মাধুরী বালা বাদালিয়া কাকলি নন্দন অসিত কুমার দে ও অসীম কুমার দে প্রণতি দাস স্বপন ভট্টাচার্য প্রকাশ কুমার যাদব ও ত্রিগুণা বেন যাদব রমন ওয়াহি শর্মিলা দাস অজিত জোহরি নির্মল ওয়াহি রীনা সিং ও আনন্দরাজ সিং বিশ্বনাথ সুরেকা নীলা রায় শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী ময়ূখ চ্যাটার্জী

যেহেতু, আপনারা উপরে উল্লিখিত লকার হোল্ডারগণ ব্যাঙ্কের নিকট নিবন্ধিত ঠিকানায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও লকার ফি পরিশোধে এবং শাখার সাথে যোগাযোগ করতে খেলাপি হয়েছেন। অতএব, আপনাদের এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে শাখার সাথে যোগাযোগ করতে এবং অবিলম্বে ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে।

যেহেতু, আপনারা বকেয়া পরিশোধ করেননি এবং বকেয়া আদায়ের জন্য নিষ্ঠা ও বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও আপনারা এখনও খেলাপি রয়েছেন। ফলস্বরূপ, ভাড়া নেওয়া লকারের উপর আপনাদের সমস্ত অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং ব্যাঙ্ক আপনাদের বরাদ্দকৃত লকারটি পুনরায় দখলে নেওয়ার অধিকারী হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত পুনরায় দখল নেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাঙ্ক আপনাদের উক্ত লকারের দখল নিয়েছে এবং **২৪.১১.২০২৬** তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৯০ দিন পর অর্থাৎ **২৩.০২.২০২৭** তারিখে আপনাদের খরচ ও পরিণতির ঝুঁকিতে উক্ত লকারটি ভেঙে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনাদের বকেয়া পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে।

তারিখ - ২৪.১১.২০২৬
স্থান - কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

SBI **কোচবিহার শাখা**
সাগরদীঘি স্কোয়ার, জেলা: কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৩৬১০১, ইমেল :- sbi.064211@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য), পরিশিষ্ট - ৪ [বিধি-৮(১)]

যেহেতু,

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের নং ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৭.০৮.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে মৃত ঋণগ্রহীতা **প্রয়াত বলরাম দাসের** আইনি উত্তরাধিকারীগণ, **(১) শ্রীমতী মমতা মজুমদার দাস** (প্রয়াত বলরাম দাসের স্ত্রী ও আইনি উত্তরাধিকারী), বাসস্থান: গ্রাম + পোঃ - উনিশবিশা, থানা - ঘোকসাডাঙ্গা, ব্লক মাথাভাঙ্গা-২, জেলা কোচবিহার, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৬১৭১, **(২)** প্রয়াত বলরাম দাসের পুত্র শ্রী রাজদীপ দাসের অভিভাবিকা **শ্রীমতী মমতা মজুমদার দাস,** বাসস্থান: গ্রাম + পোঃ - উনিশবিশা, থানা - ঘোকসাডাঙ্গা, ব্লক মাথাভাঙ্গা-২, জেলা কোচবিহার, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৬১৭১, **(৩) শ্রীমতী রিয়া দাস,** স্বামী - অশোক ঘোষ (প্রয়াত বলরাম দাসের কন্যা ও আইনি উত্তরাধিকারী), বাসস্থান: (১) গ্রাম + পোঃ - উনিশবিশা, থানা - ঘোকসাডাঙ্গা, ব্লক মাথাভাঙ্গা-২, জেলা কোচবিহার, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ **(২)** ওয়ার্ড নং - ৪৪, মধ্য ডুকলি, পোঃ - মধুবন, থানা - অরুন্ধতীনগর, জেলা - পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন - ৭৯৯০০৩-কে উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **২৮.০৭.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **১২,৫৭,৮৯৭.০০ টাকা (মাত্র বারো লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশত সাতানব্বই টাকা)

টাকির পর্যটনে বড়সড় বিনিয়োগের ভাবনা রাজ্যের

সাড়ে ১২ হাজার কোটির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: টাকিকে ঘিরে রাজ্যের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন পর্যটনমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ। শুধু টাকি নয়, স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকাকে চিহ্নিত করে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। পর্যটন ক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলেও জানালেন মন্ত্রী। এই সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভায় আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হলে পর্যটনের পাশাপাশি বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলেও আশাবাদী রাজ্য। সম্প্রতি টাকির মানসিংহ রোডে নতুন সাজে সজ্জিত দিভারা হোটেলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'টাকি সরকারের নজরে রয়েছে। এই ঐতিহাসিক সীমান্ত শহরের পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আরও আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। স্যাটেলাইট ইমেজের সাহায্যে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনস্থল চিহ্নিত করে সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো এবং পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পর্যটন শিল্পে নতুন বিনিয়োগ এলে হোটেল, পরিবহণ থেকে শুরু করে স্থানীয় পরিষেবা ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।' শীতের মরশুমে এমনিতেই পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের গন্তব্য উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত শহর টাকি। ইছামতি নদীর বুকে নৌকাবিহার, দুই বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শতাব্দীপ্রাচীন জমিদারবাড়ি, মাছরাঙা দ্বীপ এবং গোয়ালপাতা জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যটকদের আকর্ষণ করে। গোয়ালপাতা জঙ্গল অনেকের কাছে ছোট সুন্দরবন হিসেবেও পরিচিত। দুর্গাপুজোর দশমীতে ইছামতি নদীতে দুই বাংলার প্রতিমা বিসর্জনের ঐতিহ্যও টাকির পর্যটনে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। পর্যটনমন্ত্রী আরও জানান, পর্যটকদের নিরাপত্তা ও পরিষেবার দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে



সরকার। উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় পর্যটক ও পর্যটন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হোটেলকর্মীদের সহায়তার জন্য হেল্পলাইন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রেও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিষেবার মান বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যদিকে, হোটেলের কর্ণধার জয়ন্ত কুণ্ডু পর্যটকদের টাকিতে আসার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, তুলনামূলক কম খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, নদীর সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ;সব মিলিয়ে টাকি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্য। পর্যটনমন্ত্রীর এই ঘোষণায় নতুন আশার আলো দেখছেন স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীরা। সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে টাকির মতো সম্ভাবনাময় পর্যটনকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের নতুন দরজা খুলতে পারে। এখন নজর, ঘোষিত পরিকল্পনা কত দ্রুত বাস্তবায়নের পথে এগোয়।

সন্দেশখালিতে শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ নেতার বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার

মিলল ৪টি বন্দুক ও ১৫ কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে ফের অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য। এবার গ্রেপ্তার হওয়া শেখ শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করল পুলিশ। ধৃত ওই নেতা সত্যজ্যোতি সান্যাল সন্দেশখালির খুলনা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল সন্দেশখালি থানার পুলিশ সত্যজ্যোতি সান্যালের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই অভিযানে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১৫ রাউন্ড কার্তুজ। একসঙ্গে এতগুলি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কী উদ্দেশ্যে ওই অস্ত্র মজুত করা হয়েছিল? সেগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল? অস্ত্র রাখার বৈধ লাইসেন্স বা প্রয়োজনীয় নথিপত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত এক তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির বাড়ি থেকে এই বিপুল



পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় সন্দেশখালির রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস, সেগুলো কোনও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না এবং এই অস্ত্র মজুতের পিছনে আরও কারও ভূমিকা রয়েছে কি-না, তা তদন্ত করে দেখছেন তদন্তকারীরা। সন্দেশখালির এই অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত যত এগোবে, ততই সামনে আসতে পারে অস্ত্র মজুতের নেপথ্যের তথ্য।

বাঁকুড়ায় জনরোষের শিকার মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার পখন্নায় মমতাপন্থী তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে যে তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা ও তাঁকে মারধর করা হয়েছে। অভিযোগের তীর উঠেছে বিজেপির দিকে। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের পখন্নায় আক্রান্ত হন মমতা তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক সুখেন বিদ। সোমবার দুপুরে পখন্না গ্রামে পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলে দলের ওই নেতার গাড়ি আটকে প্রথমে গাড়ি ভাঙচুর করে কয়েকজন যুবক বলে অভিযোগ তৃণমূলের। গাড়ি থেকে বের করে সুখেন বিদকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বাঁধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন সুখেনবাবুর স্ত্রী তথা বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ একসময়ের দাপুটে তৃণমূল নেত্রী অর্চিতা বিদও। গোটা ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির দাবি এই ঘটনা জনরোষের বহিঃপ্রকাশ। বিগত সরকারের আমলে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন সুখেন বিদ। গত ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিনি বাঁকুড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদে ছিলেন। ২০২৩ সালের নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী অর্চিতা বিদ জয়লাভ করে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হন। রাজ্যে পালাবদলের পর মমতা তৃণমূলের বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক পদে বসানো হয় সুখেন বিদকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে বড়জোড়া থেকে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পখন্না গ্রামে যান সুখেন বিদ। পখন্না মোড়ের কাছে ২ যুবক প্রথমে তাঁর গাড়ি দাঁড় করায়। প্রায় মিনিট দশেক আটকে রাখার পর আরো কয়েকজন যুবক লাঠি ও রড নিয়ে হাজির হয় সেখানে। এবং তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি সুখেন বিদকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এবং সেসময় তাঁর স্ত্রী অর্চিতা বিদ বাধা দিতে গেলে তাকেও হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। পরে কোনওক্রমে এলাকা থেকে ছুটে প্রাণে বাঁচেন তাঁরা। সুখেন বিদ এর দাবি বড়জোড়ায় নজিরবিহীন ভাবে তার ওপর আক্রমণ চালিয়েছে বিজেপি। ঘটনার নিন্দা করে বিষয়টিকে জনরোষ বলে দাবি করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া,
কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ই-মেল : crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank.in

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মেগা ই-অকশন (সারফেসি আইনের অধীনে)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য রুল ৬(২)-এর বিধান এবং স্থাবর সম্পত্তির জন্য রুল ৮(৬)-এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে উল্লিখিত **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / সুরক্ষিত পাওনাদারের** নিকট বন্ধককৃত / হাইপোথেকেটেড / প্লেজকৃত / দায়বদ্ধ অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি), যার গঠনমূলক/বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিম্নোক্ত শাখাগুলির সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর নিকট থেকে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নিচে উল্লিখিত টাকা আদায়ের জন্য **২৯.১২.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি-র বিবরণ উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি(গুলি)-র বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রয়টি সম্পন্ন হবে। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি "ওয়েবসাইট https://baanknet.com এবং BAANKNET ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com-এর মাধ্যমে অনলাইন ই-অকশন" দ্বারা বিক্রি করা হবে।

নিলামের তারিখ ও সময় : ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৬ দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত।
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ই-নিলাম শুরু হওয়ার সময় বা তার পূর্বে
ইএমডি প্রদানের পদ্ধতি - দরদাতাকে তাঁর BAANKNET ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে

লট নং	ক. ঋণগ্রহীতা / শাখার নাম খ. সম্পত্তির বিবরণ গ. মালিক(গণ)-এর নাম ঘ. প্রপার্টি আইডি (যদি সম্পত্তিটি ইতিমধ্যেই BAANKNET পোর্টালে আপলোড করা হয়ে থাকে)	ক. সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) টাকায়	বিড সম্প্রসারণ ও বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া ঋণ যোগাযোগের ব্যক্তি ও নম্বর	ক) দায়ভার খ) দখল গঠনমূলক / বাস্তবিক
১.	ক. মেসার্স ক্লাসিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোং বাণ্ডইআটি শাখা (৫৫৪৬০০) খ. সম্পত্তি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার সীমানার মধ্যে, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারের অধীনে, মৌজা - রেকজোয়ানি, সি.এস. দাগ নং ২৯০, আর.এস. দাগ নং ৩০৮, এস.এস. খতিয়ান নং ১৭০৯, আর.এস. খতিয়ান নং ২৪৪৫ এবং এল.আর. খতিয়ান নং পি-৪৬১ ও পি-৪৬১৫, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. নং ১৯৮, তৌজি নং ২৯৯৮, পিন ৭০০১৩৫, নাইপুকুর, পোঃ ও থানা - রাজারহাট-এ অবস্থিত কমবেশি ৩ (তিন) কাঠা পরিমাপের প্রেমিসেস-এর জমির আনুপাতিক অবিভক্ত, অবিভাজ্য ও পরিবর্তনশীল অংশের স্বার্থ, সাধারণ যাতায়াতের পথের সুবিধা ও মালিকানা সহ উক্ত চারতলা ভবনের নিচতলায় দক্ষিণমুখী কমবেশি ৬৮৩ (ছয়শত তিরাশি) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের দুটি রোলিং শাটার যুক্ত গোডাউন/স্টোর রুম নং জি১, তৎসহ গোডাউন/স্টোর রুমের বাম দিকে ৪ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ এবং উক্ত চারতলা ভবনের উক্ত গোডাউন/স্টোর রুমের পিছনের দিকের দরজার অংশে ৬'-৯" সাধারণ যাতায়াতের পথ সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা প্রয়াত শেখ আবদুল রশিদের পুত্র **শ্রী শেখ রাজব আলি** এবং শেখ রজব আলির স্ত্রী শ্রীমতী বিউটি বিবির নামে রয়েছে। **সমগ্র ভবনটি নিম্নরূপে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে : সিঁড়ি এবং ৬'-৯" সাধারণ যাতায়াতের পথ দ্বারা; দক্ষিণে : পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা; পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ দ্বারা; পশ্চিমে : আর.এস. দাগ নং ৩০৮ (অংশ) দ্বারা। গ. প্রয়াত শেখ আব্দুর রশিদের পুত্র **শ্রী শেখ রাজব আলি** এবং শেখ রাজব আলির স্ত্রী **শ্রীমতী বিউটি বিবি** ঘ. **UBINKOLKOG8960**	ক. ৩৬,৪৭,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৬৪,৭০০.০০ টাকা	১০ মিনিট সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৬,৪৭০.০০ টাকা	৫১,৪৯,৮২৫.০৫ টাকা (একান্ন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশত পঁচিশ টাকা এবং পাঁচ পয়সা) তৎসহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ এবং খরচ, ডিমান্ড নোটিশের তারিখের পরে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকলে তা বাদ দিয়ে। শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস মোবাইল ৮০৮৬৬৬২২৩৩	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল

* **সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য**
* **সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য**

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-অকশন ওয়েবসাইট** অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং **BAANKNET পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com** পরিদর্শন করুন। দরদাতা হিসেবে নিবন্ধন করতে এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে অনুগ্রহ করে **BAANKNET ই-কমার্স ওয়েবসাইট** অর্থাৎ **support.BAANKNET@psballiance.com** পরিদর্শন করুন। পোর্টালের মাধ্যমে ই-অকশনে অংশগ্রহণ এবং নিবন্ধনের জন্য সমস্ত দরদাতার বাধ্যতামূলকভাবে কেওয়াইসি নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে।

যেকোনো প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে BAANKNET হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কল করুন এবং ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন। পরিচালনা/নিবন্ধনের স্থিতি https//baanknet.com, অর্থ/ইএমডি স্থিতি https//baanknet.com। BAANKNET পোর্টাল সংক্রান্ত সমস্যার জন্য হেল্পলাইন নম্বর হলো '৮২৯১২২০২২০'।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১)-এর অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

উপরিউক্ত তারিখে ই-অকশন বিক্রয় অনুষ্ঠানের বিষয়ে উক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও এটি গণ্য হবে।

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ-

১. বিক্রয়টি **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে এবং **"অনলাইনে"** পরিচালিত হবে।
২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী
(ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in**
(খ) **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। দরদাতারা **https://baanknet.com** পরিদর্শন করতে পারেন, যেখানে শিক্ষামূলক ভিডিও সহ দরদাতাদের জন্য **"নির্দেশিকা"** উপলব্ধ রয়েছে। দরদাতাদের অনেক আগেই নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১ : দরদাতা/ক্রেতা নিবন্ধন দরদাতাকে তাঁর মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে প্রদত্ত লিঙ্ক) নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২ : কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতাকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি প্রাপ্তি এবং তা যাচাইয়ের পর ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) দরদাতা কর্তৃক জমাকৃত কেওয়াইসি নথিগুলি ই-অকশন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩ : দরদাতার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর এনইএফটি ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর/ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে স্থানান্তর। ই-অকশনে অংশগ্রহণের পূর্বে দরদাতার ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ থাকতে হবে যাতে পরবর্তী নিলামের জন্য ইএমডি পরিমাণ পূর্ণ থাকে।
ধাপ ৪ : নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত BAANKNET পোর্টালে লগ ইন করুন।
৩. অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তি(গুলি)-র উপর কোনো জানা দায়ভার নেই। তবে, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাঁদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে তোলা সম্পত্তি(গুলি)-র দায়ভার, স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-অকশন বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং তা হিসেবে গণ্য হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি(গুলি) সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পর কোনো ধরনের কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।
৪. **২৯.১২.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে অনলাইন ই-অকশন পরিচালিত হবে।**
৫. **ইএমডি এবং নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় বিড স্থাপনের পূর্বে নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগেই ইএমডি জমা দিতে হবে এবং প্রপার্টি আইডির সাথে লিঙ্ক/ম্যাপ করতে হবে। যেকোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে অনেক আগেই প্রপার্টি আইডির সাথে ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়া এবং লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**
৬. **পরিদর্শনের তারিখ- ২৮.১২.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।**
৭. বিড কেবলমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
৮. ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য বিড মূল্য তাঁর ওয়ালেটে উপলব্ধ থাকতে হবে। যে সম্পত্তি(গুলি)-র জন্য এই ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়া হচ্ছে, দরদাতাকে তা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না।
৯. বিড জমা দেওয়ার পূর্বে সম্পত্তি পরিদর্শন করা এবং নিজেরা সন্তুষ্ট হওয়া আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। **BAANKNET** ৩ দিনের মধ্যে এই ধরনের অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।
১০. বায়না অর্থ জমার উপর কোনো সুদ প্রদান করা হবে না। সফল দরদাতাকে তাঁর অনুকূলে নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথেই অর্থাৎ নিলামের দিনেই অথবা পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে সফল বিড মূল্যের (ক্রয়মূল্য) ২৫ শতাংশ (আপনার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যে প্রদত্ত সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ইএমডি পরিমাণ সহ) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ সফল বিড মূল্য (ক্রয়মূল্য) বিক্রয়ের তারিখ থেকে অর্থাৎ ই-অকশনের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। নিলাম বিক্রয়টি ব্যাঙ্কের অনুমোদনের সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে।
১১. আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪-আইএ অনুযায়ী, যেখানে বিক্রয় মূল্য **৫০,০০,০০০/- টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার বেশি, সেখানে বিক্রয় আয়ের উপর ১.০০ শতাংশ হারে টিডিএস প্রযোজ্য হবে। সফল দরদাতা/ক্রেতা বিক্রয় মূল্য থেকে টিডিএস কেটে নেবেন এবং বিক্রেতা হিসেবে ব্যাঙ্কের নাম এবং প্যান নং AAACU0564G উল্লেখ করে ফর্ম নং ১৬-বি-তে আয়কর বিভাগে জমা দেবেন এবং টিডিএস শংসাপত্রের মূল রসিদ ব্যাঙ্কে জমা দেবেন। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।
১২. সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থ জমার ক্ষেত্রে খেলাপি হলে ইতিমধ্যে জমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/অর্থের উপর কোনো দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/নিবন্ধন ফি/নিলাম মূল্যের উপর টিডিএস/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি এবং যেকোনো ব্যক্তির প্রাপ্য বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি বহন করবেন।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ই-অকশন বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/বাতিল করতে পারেন। নির্ধারিত বিক্রয়ের তারিখের ১৫ দিন পূর্বে নির্ধারিত ই-অকশন বিক্রয় পরবর্তী তারিখে স্থগিত করা হলে তা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. সম্পূর্ণ ক্রয়মূল্য / বিড মূল্য জমা দেওয়ার এবং সমস্ত কর/চার্জ পরিশোধের প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র দাখিল করার পরেই অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক কেবলমাত্র সফল দরদাতার অনুকূলে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে তা জারি করা হবে না।
১৬. হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, নিবন্ধন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জ নিলাম ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
১৭. বিক্রয়টি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে নির্ধারিত বিধি/শর্তাবলীর অধীন হবে। বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য/অনুসন্ধান (যদি থাকে) প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জানা যাবে।
১৮. যে সমস্ত দরদাতা বিড জমা দিয়েছেন, তাঁরা ই-অকশন বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী পড়েছেন ও বুঝেছেন এবং সেগুলি মেনে চলতে বাধ্য বলে গণ্য হবেন।

বিশেষ নির্দেশাবলী / সতর্কতা

দরদাতাদের নিজস্ব স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডে বিডিং এড়িয়ে চলা উচিত। এই ধরনের ক্ষেত্রে দরদাতার পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি/ব্যর্থতার (ইন্টারনেট ব্যর্থতা, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ইত্যাদি) জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি এড়াতে, দরদাতাদের ব্যাক-আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা/বিকল্প তৈরি রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা এই ধরনের পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারেন এবং সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

তারিখ :২৩.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI *Relationship beyond banking*

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪৩-২৬৬৫৭০৩।

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪, [বিধি-৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (প্রতিষ্ঠানের নাম)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠ

বাইশ গজে নেপালকে এগিয়ে দিতে সাহায্যের আশ্বাস মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখ এবার 'ক্রিকেট কূটনীতি'! প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার বিদেশ সফরে ভারতে এসেছেন নেপালের বলেন শাহ। সোমবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশ্বাস দেন, সবরকম ভাবে নেপালের পাশে থাকবেন। সেখানে উঠে আসে ক্রিকেটের কথাও। মোদী আশ্বাস দেন, পড়শি দেশের ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নয়নে ভারত সবরকম পাশে থাকবে।



নেপাল এখনও আইসিসি'র সহকারী দেশ। বিশ্ব ক্রিকেটে র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৭ নম্বরে। বড় দলগুলোর সঙ্গে দৌড়ে অনেকটাই পিছনে। সম্প্রতি যুব এশিয়া কাপে ভারতের মুখোমুখি হয়েছিল নেপাল। কিন্তু সেখানে পড়শি দেশকে মাত্র ২৬ রানে অলআউট করেছিল টিম ইন্ডিয়া। এর মধ্যে মোদী আশ্বাস দেন, নেপালের ক্রিকেট উন্নতিতে সবরকম ভাবে সাহায্য করতে তৈরি। তিনি বলেন, 'খেলাধুলো, বিশেষ করে ক্রিকেটে নিয়ে আমরা নেপালে পরিকাঠামোর উন্নতি ও খেলোয়াড়দের গুণমান বাড়াতে সাহায্য করব।' 'বিকশিত ভারত' ও 'সমুন্নত নেপালে'র একসঙ্গে চলার বার্তা দেন তিনি।

অতীতে ইংল্যান্ড বা নিউজিল্যান্ডে গিয়েও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়া সংযোগের বার্তা দিয়েছিলেন। এবার নেপালের উন্নতিতেও বার্তা দিলেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নেপালে ক্রিকেট নিয়ে যুবসমাজের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। নেপাল প্রিমিয়ার লিগে বহু তারকা বিদেশি ক্রিকেটার খেলতে আসেন। তাই নেপালে ভারতের 'ক্রিকেট কূটনীতি'র বিস্তার মানে যুবসমাজের জন্য বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে।

গোধরাকাণ্ডে অপরাধীর সাজা মকুব

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: গোধরা কাণ্ডের অন্যতম দোষী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ইরফান সিরাজ পাডার সাজা মকুব করল সুপ্রিম কোর্ট। ১৭ বছর ধরে জেলবন্দি ছিল ইরফান। সোমবার তার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এই রায় জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

এদিন বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ ও বিচারপতি পিবি ভারালের বেঞ্চ জানিয়েছে, ইরফান হৃদরোগে ভুগছে। তবে তার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে সরকারপক্ষও কোনও আপত্তি জানায়নি। এরপর জানিয়ে দেওয়া হয়, ছেড়ে দেওয়া হবে ইরফানকে। অর্থাৎ তাকে আর বাকি বরাদ্দ সাজা খাটতে হবে না। কিন্তু খাতায় কলমে তাকে একজন



অপরাধী হিসেবেই দেখা হবে।

গোধরা কাণ্ডে ২০১১ সালের মার্চ মাসে আদালত ৩১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। তাদের মধ্যে ১১ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং বাকি ২০ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অন্য ৬৩ জন অভিযুক্তকে খালাস করে দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে গুজরাত হাইকোর্ট ওই ১১ জনের মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করে। অবশিষ্ট ২০ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখে। দণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আপিলগুলো ২০১৮ সাল থেকে বিচারাধীন রয়েছে।

২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাতের গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসের এস সিক্স কামরায় অগ্নিকাণ্ডে ৫৯ জনের মৃত্যু হয়। এদের অনেকেই ছিলেন করসেবক। অযোধ্যা থেকে ফেরার পথে তারা ওই ঘটনার শিকার হন। তার জেরে সমস্ত গুজরাতে ছড়িয়ে পড়ে হিংসা। ঠিক তার পরের দিন গান্ধিনগরের পালিয়াদ গ্রামে জ্বলে ওঠে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন। আক্রান্ত হয় বহু সংখ্যালঘু পরিবার। অভিযোগ ছিল যে, গোধরার সে দিনের ঘটনাটি পরিকল্পিত ভাবে ঘটিয়েছিল অভিযুক্তরা। ট্রেনের ওই কামরায় আগুন লাগানো হয়েছিল। এবং ট্রেনটি লক্ষ্য করে পাথরও ছোড়া হয়েছিল।

দালাল স্ট্রিটে রক্তক্ষরণ, ১০০০ পয়েন্ট নামল সেনসেক্স

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: শেয়ার বাজারে কার্যত রক্তক্ষরণ। সোমবার সকালে একধাক্কায় সেনসেক্স পড়ল প্রায় ১০০০ পয়েন্ট। পাল্লা দিয়ে নেমেছে নিফটি ৩৩৮ পয়েন্ট। প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ কোটির লগ্নি কার্যত উবে গেল!

সোমবার সকালে বাজার খোলার পরই ধস নামতে দেখা যায় বাজারে। সেনসেক্স পড়ে যায় ৯৩৭ পয়েন্ট। সোমবার দুপুর পর্যন্ত, সেনসেক্স ছিল ৮২,৯৮২ পয়েন্ট। ৯৩৭ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.১২ শতাংশ সেনসেক্স পড়ে যায়। রিপোর্ট বলছে, এই সময়ে নিফটি ২৯১ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.১৩ শতাংশ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৫,৫০৯.৭০-এ।

গত তিনমাসে মার্কিন শেয়ার বাজারে সবচেয়ে বেশি উন্নতি দেখা গিয়েছে ৪ নভেম্বর। ভোটের ফল প্রকাশের পর। সেই হাওয়াতে ভর করেই ভারতের বাজারেও ব্যাপক উন্নতি দেখা গিয়েছিল ৫ তারিখ। এই মাসের গোড়ার দিকে শেয়ার বাজারে কার্যত উৎসবের আমেজ দেখা গিয়েছে। মাসের শেষে দালাল স্ট্রিটে উলটপুরাণে চিন্তিত লগ্নিকারীরা।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত কয়েকমাস ধরে লগ্নিকারীদের 'প্রফিট বুকিং' ও বিশ্ববাজারে অর্থনৈতিক ডামাডোলের কারণে আচমকা দালাল স্ট্রিটে এই ধস বলে মনে করা হচ্ছে।

ধ্রুব রাঠির বিরুদ্ধে জারি জামিন অযোগ্য পরোয়ানা

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: ২০১৮ সালের একটি মানহানির মামলায় সোমবার দিল্লির একটি আদালত ইউটিউবার ধ্রুব রাঠির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে। বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আনাম রইস খান এই পরোয়ানা জারি করেছেন। বিকাশ সংস্কৃত্যায়ন ওরফে বিকাশ পাণ্ডের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

বিকাশ পাণ্ডে নামের ওই বিজেপি সমর্থক 'আই সাপোর্ট নরেন্দ্র মোদী' নামক একটি সমাজমাধ্যম পেজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অভিযোগ, ২০১৮ সালের মে মাসে ধ্রুব 'বিজেপি আইটি সেল পার্ট ২' নামে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁকে বিজেপির আইটি সেলের সদস্য বলে দাবি করেছিলেন। ভিডিওয় তাঁকে নিয়ে মিথ্যা ও মানহানিকর মন্তব্যও করেছিলেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। সেই মামলাতেই এবার গ্রেপ্তারির মুখে রাঠি।

২০১৮ সালে ধ্রুব রাঠির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন বিজেপি সমর্থক বিকাশ। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করেছিলেন তিনি। ওই মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ধ্রুব দীর্ঘদিন জার্মানিতে থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি আদালত। তিনি ভারতে ফিরতেই তাঁকে সমন পাঠিয়েছিল সাকেত আদালত।

ট্যাঙ্কের নীচে পড়ে মৃত্যু ২ জওয়ানের

চণ্ডীগড়, ২৩ নভেম্বর: সেনাবাহিনীর রুটিন মহড়া চলাকালীন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সামরিক ট্যাঙ্কের নিচে পড়ে মৃত্যু হল দুই জওয়ানের। শনিবার দুপুরে ভয়ংকর এই দুর্ঘটনা ঘটেছে হরিয়ানার হিসারের ভোজরাজ গ্রামে। জানা গিয়েছে, মৃত ওই দুই জওয়ানের নাম মণীশ কুমার এবং অঙ্কুশ কুমার। দু'জনেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।

হিসার থানার তরফে জানা যাচ্ছে, শনিবার দুপুর ৩টে নাগাদ ভোজরাজ গ্রামে শুরু হয় সেনার মহড়া। এই মহড়ায় অংশ নিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর ৩২টি ট্যাঙ্ক। এরই একটিতে বসে ছিলেন অঙ্কুর ও মণীশ। একসঙ্গে এতগুলি ট্যাঙ্ক চলার কারণে ধুলোয় ঢেকে যায় গোটা অঞ্চল। এই অবস্থায় কোনওভাবে ট্যাঙ্ক থেকে পড়ে যান সামনে বসে থাকা দুই জওয়ান। প্রবল ধুলোর জেরে চালক বুঝতেও পারেননি সামনে বসে থাকা দুই জওয়ান পড়ে গিয়েছে।

নিয়ন্ত্রণে নেই ইমরানের রক্তচাপ, হৃদরোগের আশঙ্কা চিকিৎসকের

ইসলামাবাদ, ২৩ নভেম্বর: নিয়ন্ত্রণে নেই ইমরান খানের রক্তচাপ। বিপদ হতে পারে যে কোনও মুহূর্তে! বড়সড় ক্ষতি হতে পারে জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর হৃদযন্ত্রের। এমনকী হতে পারে প্রাণসংশয়ও। নতুন করে এমনটাই দাবি করলেন ইমরানেরদীর্ঘদিনের চিকিৎসক ফয়সল সুলতান। অবিলম্বে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রেখে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ইমরানের রক্তচাপ বেড়ে ১৯৩ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। চিকিৎসকদের আশঙ্কা, এবার ইমরানের মস্তিষ্কেও রক্তক্ষরণ শুরু হবে। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ইমরান ইতিমধ্যেই একাধিক হার্টের অসুখে ভুগছেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইমরানের অসুস্থতাও বাড়ছে।

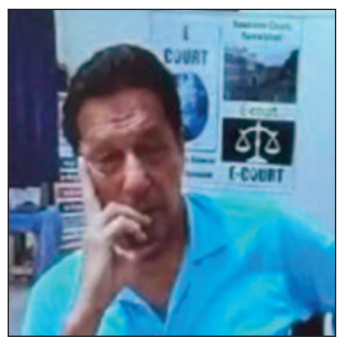

প্রায় তিন বছর অন্ধকার কারাগারে কাটিয়ে ফেলেছেন ইমরান। বয়স হয়েছে ৭৪ বছর। মাঝে পাকিস্তানের শীর্ষ বিচারপতিদের একটি চিঠি লিখে তিনি আশঙ্কাপ্রকাশ করেন, হয়তো গারদের ওপারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, মুক্ত আকাশের সূর্য আর দেখা হবে না! একইরকম ভয় পাচ্ছেন গত তিন দশকের ইমরানের চিকিৎসক ফয়সাল সুলতানও। ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দ্য টেলিগ্রাফ'-কে তিনি বলেন, 'এই রকম রক্তচাপ নিয়ে আমার কাছে কোনও রোগী এলে আমি তাঁকে তৎক্ষণাৎ ভালো কোনও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে বলতাম। ইমরানের রক্তচাপ কয়েক দিনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন।' 'দ্য টেলিগ্রাফ'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, উচ্চ রক্তচাপ দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা না-গেলে ইমরানের কিডনি, হৃদ্যন্ত্র, চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ময়দান

৭২০ রানেও অধরা জয়! নিষ্প্রাণ পিচে অল আউটে ব্যর্থ বুমরাহরা, মিচেল-ফিলিপসের প্রতিরোধে ড্র ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপমহাদেশের কোনও মাঠে এমন উইকেট তৈরি হলে এতক্ষণে সমালোচনার ঝড় বয়ে যেত। প্রশ্ন উঠত টেস্ট ক্রিকেটের আকর্ষণ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের মাটিতেই এবার দেখা গেল সম্পূর্ণ অন্য ছবি। ওয়েলিংটনের ২২ গজ যেন ব্যাটারদের স্বর্গ। সেখানে বল হাতে কার্যত অসহায় দেখাল ভারতীয় বোলারদের। জশপ্রীত বুমরাহ থেকে আকাশ দীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ কিংবা অংশুল কম্বোজ কেউই প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে পারলেন না। প্রথম ইনিংসে বিশাল রান, দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫২ রানের লিড নিয়েও শেষ পর্যন্ত জয় পাওয়া হল না শুভমান গিলের দলের। পঞ্চম দিনের শেষ ঘণ্টার আগেই ম্যাচ ড্র মেনে নিতে বাধ্য হল ভারত।

ম্যাচের শুরু থেকেই ব্যাটারদের জন্য অনুকূল ছিল ওয়েলিংটনের পিচ। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৭২০ রান তুলে ভারত বুঝিয়ে দিয়েছিল, এই উইকেটে রান করা কতটা সহজ। কেএল রাহুলের দুরন্ত ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ঋষভ পন্থের শতরান ভারতকে চালকের আসনে বসিয়ে দিয়েছিল। ৩৫২ রানের লিড নিয়ে নিউজিল্যান্ডকে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে পাঠায় ভারত। দিনের শেষে কিউয়িদের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১১৯। ফলে শেষ দিনের শুরুতে ভারতীয় শিবিরের আশা ছিল, দ্রুত কয়েকটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নেওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তবে সেই কাজ মোটেও সহজ ছিল না। পঞ্চম দিনের সকালে প্রথম ধাক্কা দেয় ভারত। আগের দিন থেকে ক্রিজে থাকা ডেভন কনওয়েকে ফিরিয়ে স্বস্তি এনে দেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ১৬৫ বলের ইনিংসে ৬৫ রান করে পন্থের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন কনওয়ে। এরপর প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বলে কেএল রাহুলের হাতে ধরা পড়েন রাচীন রবীন্দ্র। তাঁর সংগ্রহ ৩৭ রান। পরপর দুই উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় নিউজিল্যান্ড।

এরপর টম ব্লান্ডেলকে ফিরিয়ে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল করেন অংশুল কম্বোজ। মাত্র ১৫ রান করে ফেরেন কিউয়ি ব্যাটার। যদিও মাঠের আম্পায়ার প্রথমে তাঁকে আউট দেননি। পরে ভারতের ডিআরএস নেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয়।

স্পিনাররা কোথায়? ভারতীয় বোলিং নিয়ে বিসিসিআইকে কাঠগড়ায় তুললেন মহারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়েলিংটন টেস্টের পর ভারতের স্পিন আক্রমণের দুর্বলতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ব্যাটিং বিভাগ ভালো পারফরম্যান্স করলেও বোলিংয়ে বিশেষ করে স্পিনারদের ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট নন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতে, বিদেশের মাটিতে টেস্ট ম্যাচ জিততে হলে দলে একজন দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ স্পিনার থাকা অত্যন্ত জরুরি। শুধু অলরাউন্ডারদের উপর নির্ভর করে প্রতিপক্ষের ২০টি উইকেট তুলে নেওয়া সম্ভব নয়। আর সেই জায়গাতেই ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মহারাজ। কার্যত বিসিসিআই এবং টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন তিনি।

সাদা বলের ক্রিকেটের পর লাল বলের ক্রিকেটেও ভারতীয় ব্যাটারদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন সৌরভ। তবে তাঁর মতে, টেস্ট ক্রিকেটে শুধু ভালো ব্যাটিং করলেই সাফল্য পাওয়া যায় না। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে পরিস্থিতি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বোলিংয়ের ধরনেও পরিবর্তন আনতে হয়।

নকআউটের স্বপ্ন বাঁচাতে শেষ লড়াই

যুবভারতীতে আজ জিততেই হবে ইস্টবেঙ্গলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাদেশীয় মঞ্চে এখনও জয়ের মুখ দেখেনি ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ পর্বের শেষ ঘরের ম্যাচে মঙ্গলবার জর্ডনের আল হুসেইন এসসির বিরুদ্ধে সেই খরা কাটানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ লাল-হলুদের সামনে। নকআউট পর্বে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই ম্যাচে তিন পয়েন্ট তুলতেই হবে আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসের দলকে। চার ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ডি-র চতুর্থ স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ফলে আর পয়েন্ট নষ্ট করার জায়গা নেই।

আল হুসেইনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বের ম্যাচে জয়ের খুব কাছে পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হয়েছিল লাল-হলুদকে। সেপ্টেম্বরে জর্ডনে বিরতির সময় ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। দানি রামিরেজ এবং অনোয়ার আলির গোলে এগিয়ে গিয়েও দ্বিতীয়ার্ধে সেই ব্যবধান ধরে



রাখতে পারেনি তারা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করে নেয় জর্ডনের ক্লাব। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে সেই হিসাব মেটানোর সুযোগ রয়েছে হাবাসের সামনে।

কিন্তু সাম্প্রতিক ফলাফল খুব একটা স্বস্তি দিচ্ছে না ইস্টবেঙ্গলকে। ওমানে আল সিবের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র ছাড়া গ্রুপ পর্বে আর কোনও পয়েন্ট আসেনি। ঘরের মাঠে আল শার্তার কাছে ২-৩ গোলে হার এবং আল সিবের কাছে ০-২ গোলে পরাজয় পরিস্থিতি কঠিন করেছে।

অন্যদিকে, চার ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আল হুসেইন। একটি জয়, দু'টি ড্র এবং একটি হার তাদের ঝুলিতে। শেষ ম্যাচে আল শার্তার কাছে ০-৩ গোলে হারলেও ইস্টবেঙ্গলকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই জর্ডনের দলের। এই ম্যাচে হারলে তাদের নকআউটের রাস্তাও কঠিন হয়ে উঠবে।

ম্যাচের আগে হাবাস জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক ব্যর্থতা ভুলে ফুটবলারদের মনোবল ধরে রাখাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। আকে আর্নড লোবাও দলের ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। সমর্থকদের যুবভারতীতে উপস্থিত থাকার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the Rajapur Gram Panchayat
Rajapur, Raninagar, Murshidabad
NIT No: 04/VB-G RAM G & SBMG/ 2026-27
Publishing & Submission Start Date: 23-11-2026 **from 6.00 pm**, Bid Submission Closing Date: **01-12-2026 upto 2.30 pm**, Bid Opening Date: **03.12.2026 after 2.30 pm**
Details See In: **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Assistant
Rajapur Gram Panchayt

office of The THE HARIDASMATI GRAM PANCHAYAT
Vill: Krishnamati, P.O:Balarampur, P.S- Berhampore, Murshidabad.
NIeT. No. 03/15th CFC/HGP/2026-27, Memo No. 432/HGP/2026 Dated- 20/11/2026 Date of publishing: **23/11/2026 from 6.30 p.m** on **htpp://tenders.wb.gov.in** Bid downloading starts from: **23/11/2026 from 6.30 p.m.** Bid Downloading ends : **30/11/2026 up to 6.30 p.m** Last date of Bid submission: **30/11/2026 up to 6.30** p.m Technical Bid opening date: **03/12/2026 at 12.00 p.m**
For details logon to **htpp://tenders.wb.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Executive Assistant
Haridasmati G.P,
Berhampore Block

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/এইচকিউ/গার্ডেনরীচ - ৭০০০৪৩, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **এনআইটি নং. : এসটি-সিওএন-আদ্রা-বিকেএসসি; কাজের নাম:** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে বোকারো, বোকারো "এন" কেবিন এবং বোকারো "পি" কেবিনে আউটডোর-এর কাজ সহ বোকারো স্টিল সিটিতে ইয়ার্ড পুনর্গঠনের কাজ সমেত বোকারো স্টিল সিটিতে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম এবং বোকারো - বোকারো এন কেবিন-এর মধ্যবর্তী ৩য় এবং ৪র্থ লাইনের মধ্যে বোকারো "এন" কেবিন, বোকারো "পি" কেবিন এবং বোকারো "এ" কেবিনের বিদ্যমান ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং -এর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য :** ৩৩,৫৫,৫৭,৬৭১.২৪ টাকা; **বায়না অর্থ :** ৬৭,১১,২০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য :** ০.০০ টাকা; **জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :** ২১/১২/২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয়; উপরোক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
(PR-1039)

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: -01/15th CFC(Tied)/2026-27/ Andulberia- **I GP With Vide Memo No.130/Andulberia - I GP,** Dated- **18/11/2026.** The Last date for online submission of tender is **27/11/2026 upto 01.00 P.M. & NIeT No: - 03/VBGRAM-G/2026-27/Andulberia - I GP** With Vide Memo No. **132/ Andulberia-I GP,** Dated- **19/11/2026** The Last date for online submission of tender is **04/12/2026 upto 01.00 P.M.**
For details, please visit website: - **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Andulberia-I
Gram Panchayat

Office of the Adhata Gram Panchayat
Vill - Adhata, P.O.- Adhata, North 24th PGS
NIT has been invited by Adhata gram panchayat under Amdanga Panchayat Samity, North 24 parganas vide NIT No.: 133/ADHGP/ 2026-27 Dated -19.11.2026 Fund 15th CFC (tied) and vide NIT No.: 134/ADHGP/2026-27 Dated -20.11.2026 Last date of bid submission for both NITs is 26.11.2026. For detail, follow the website **tenders.wb.gov.in** or the notice board of the undersigned.
Sd/-
E.A.,
Adhata Gram Panchayat

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: -**02/VBGRAM-G/2026-27/ Andulberia- I GP With Vide Memo No. 131/Andulberia - I GP,** Dated- **19/11/2026** The Last date for online submission of tender is **04/12/2026 upto 01.00 P.M.**
For details, please visit website:- **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Andulberia-I Gram Panchayat

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: -**02/VBG-RAM-G/2026-2027 With Vide Memo No. 192/R-II GP/2026, Dated: -20-11-2026,** The Last date for online submission of tender is **07-12-2026 upto 02.00 P.M.**
For details, please visit website: -**https://tenders.wb.gov.in**
Sd/ Executive
Assistance in charge
Rampara-II Gram
Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলএস-এসডিএইচ-ওটি-২৬-০০৩আর, তারিখ ১৯.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইএমইউ/শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা - ৭০০০১৪ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ ইএলএস/এসডিএইচ/ওটি/ ২৬-০০৩আর; কাজের নাম ঃ** বারাসাত ও রানাঘাট ইএমইউ কারশেডে ১১০ ভোল্ট এসি/ডিসি থেকে ৪৮ ভোল্ট এসি-তে রূপান্তরসহ পিট লাইট সরবরাহ এবং রানাঘাট ইএমইউ কারশেডের লাইন নং. ১১, ১২ ও ১৩-তে স্ট্রিট লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৭০,৫৮,১২১.৮৩; **টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য ঃ** ₹ ০; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৪১,২০০.০০; **কাজ সমাপ্তির সময়সীমা ঃ** ১২ মাস; **জমা দেওয়ার শেষ সময়ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ, দুপুর ২টায়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনীর বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
SDAH-315/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৮৮-২০২৬-২৭-আর১; কাজের বিবরণঃ** নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ভেন্ডর ও অন্যান্যদের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৫ বছর মেয়াদে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানকারী প্রিপেইড এনার্জি মিটার ১ ফেজ (৫ কিলোওয়াট লোড পর্যন্ত) এবং ৩ ফেজ (>৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত =<৫০ কিলোওয়াট লোড) সরবরাহ (সিঙ্গেল ফেজ মিটার = ৩০০টি এবং থ্রি ফেজ মিটার=২০টি) (ফেজ-III)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹১,০৮,৭৬,২৮৫.০০; **বায়না অর্থঃ** ₹২,১৭,৫০০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ১২ মাস। আইআরইপিএস-এ **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ১৭.১১.২০২৬। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২৭.১১.২০২৬। **টেন্ডার সমাপ্তির তারিখ ও সময়ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। সময়ে সময়ে জারি করা টেন্ডার নোটিশ এবং সংশোধনী সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in**
SDAH-317/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: **-02/VBG-RAM-G/2026-2027 With Vide Memo No. 191/R-II GP/2026, Dated: -20-11-2026,** The Last date for online submission of tender is **30-11-2026 upto 02.00 P.M.**
For details, please visit website:- **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/ Executive
Assistance in charge
Rampara-II Gram
Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED



This is the photograph of **Gour Patra,** Father's Name - **Lt. Gunadhar Patra,** of Vill - Brindabanchak, PO - Srikantha, PS - Moyna, Dist - Purba Medinipur, WB, Who has been missing since 22.08.2026, at about 07.00 hrs, Residential area under PS - Moyna, Description of this Missing person is: **Age** - 75 Years, **Height** - 5 Feet 4 Inches, **Complexion** - Sallow, **Wearing** - Sky Shirt & Blue Lungi, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.
ICA-D 1782(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED



This is the photograph of missing person **Md. Kaif, Son of Md. Samim** of Warish Nagar, 3 No. Gali, PS – Nadial, Kolkata – 700044, who has been missing since **22.09.2026** from Z-5/189, Bagdi Para Road, PS – Nadial, Kolkata - 700044. **Description of this missing person is: Age –** 14 Years, **Height** – 4'11", **Complexion** – Fair, **Built** – Thin, **Wearing –** Red Colour half T-Shirt and Blue full Pant, please inform whereabouts of the missing person, contact to the O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata - 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710).
ICA- D1792(3)/2026

Tender Notice
Patashpur-I Panchayat Samity invites e-Tender as follows:-

NIT No: & Date	Work description	Last date and time for receipt of bids through e-procurement
01) NIT-WBEO/Pat-I /NIT-09/2026-27 dt-21.11.2026	33 nos Scheme are tendered under 16th CFC and 6th SFC	30.11.2026

The details can be obtained from website www.//tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Patashpur-I Panchayat Samity

Office of the
JAJAIL GRAM PANCHAYAT
[Under Habibpur Panchayat Samiti]
P.O.- Manikora, P.S.- Habibpur, Dist.- Malda Pin-732122
NOTICE INVITING TENDER NO –08/JGP/2026-27 Date-23/11/2026
NOTICE INVITING TENDER NO –09/JGP/2026-27 Date-23/11/2026
NOTICE INVITING TENDER NO –10/JGP/2026-27 Date-23/11/2026
NOTICE INVITING TENDER NO –11/JGP/2026-27 Date-23/11/2026

1.	Date of issue of Notice Inviting Tender	:	23/11/2026
2.	Period of downloading bidding documents from the e-procurement

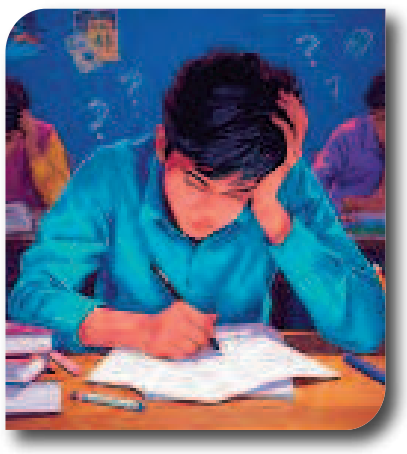

টার্গেট



হাতের মুঠোয় ক্লার্কশিপ

পর্ব ৪

হাতে আর বেশি সময় নেই। ক্লার্কশিপ প্রিলি কড়া নাড়ছে দরজায়। এর আগের পর্বগুলোতে ইংরেজি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই পরীক্ষায় জিকে বা সাধারণজ্ঞান থেকে প্রশ্ন আসে চল্লিশটি। সংখ্যার বিচারে সর্বাধিক। বিগত বছরের প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করে লিখলেন ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের পদস্থ আধিকারিক এবং সরকারি-চাকরি সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থের জনপ্রিয় লেখক অনিন্দ্য কিশোর।



চল্লিশ নম্বরের ভরসা

উৎসবের মরসুম পেরিয়ে এখন বই-খাতায় ফেরার পালা। প্রিলিমিনারির দিন ঘনিয়ে আসছে, আর চাকরির লড়াইয়ে নামা অনেকেই ইংরেজি আর পাটিগণিত নিয়ে ব্যস্ত। অথচ প্রশ্নপত্রের সবচেয়ে বড় অংশটি সাধারণ জ্ঞানের। আগের আটটি প্রশ্নপত্রের প্রত্যেকটিতে একশো প্রশ্নের মধ্যে ঠিক চল্লিশটি এই বিষয়ের ছিল, অর্থাৎ দুই-পঞ্চমাংশ। নিয়মিত পড়াশোনার ফল এখানেই সবচেয়ে স্পষ্ট, তাই এই চল্লিশকে ছোট করে দেখার উপায় নেই।

বিগত প্রশ্নই বলে দেয় দিশা

আটটি প্রশ্নপত্র, অর্থাৎ ২০২৩-এর চারটি, ২০১৯-এর দু'টি এবং ২০১৫ ও ২০১৩-র একটি করে, খুঁটিয়ে দেখেছি। মোট ৩২০টি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় একক বিষয় খেলাধুলা স্থায়ী তথ্য আর সাম্প্রতিক ঘটনা মিলিয়ে ৩৭টি, আটটি পত্রের প্রতিটিতে। সাম্প্রতিক ঘটনা এসেছে ৭৩টি, প্রতি পত্রে সাত থেকে তেরোটি। ইতিহাসে ৩৫টি, যার ১২টি জাতীয় আন্দোলনের; ভূগোলে ৩৪টি। বিজ্ঞান ৪৫টি, তবে অসম ২০১৩-য় ১৭টি, ২০১৯-এর দু'টি পত্রে একটিও নয়, ২০২৩-এ দুই থেকে সাতটি। অর্থনীতির প্রশ্ন সব মিলিয়ে মাত্র ছ'টি। পশ্চিমবঙ্গ-সংক্রান্ত প্রশ্ন এসেছে প্রতিটি পত্রেই। অর্থাৎ বিষয়ের ভার পত্রভেদে বদলায়; একটি অধ্যায়ের ওপর ভরসা করা বিপজ্জনক।

পড়বে কী, মনে রাখবে কী ভাবে?

ইতিহাস-ভূগোলের প্রশ্ন মূলত তথ্যনির্ভর, যেমন কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি কে, ব্রহ্মপুত্রের উপনদী কোনটি, নাথুলা গিরিপথ কোথায়। বিজ্ঞানে ধারণা পরিষ্কার না থাকলে একক, তরঙ্গ বা গতিসূত্রের বিকল্পগুলি গুলিয়ে যায়। তাই ছোট তুলনামূলক নোট বানাও নদী ও উপনদী, লেখক ও বই, সংস্থা ও সদর দফতর, পুরস্কার ও ক্ষেত্র পাশাপাশি লেখো। বিচ্ছিন্ন তথ্য ভুলে যাওয়া সহজ, জোড় বাঁধলে মনে থাকে। ইতিহাসে সাল আর ঘটনার জোড়ও এ ভাবেই লিখে রাখা যায়। ভূগোল পড়ার সময় মানচিত্র খুলে রাখো। সপ্তাহে একদিন শুধু এই নোটগুলি ঝালিয়ে নাও, নতুন কিছু পোড়ো না।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স শুধু খবর নয়, যোগসূত্রও

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ছকটা আগের পত্রেই আছে। ২০২৩-এর পত্রে এসেছে ২০২৪-এর ভারতরত্ন, আন্তর্জাতিক বুকার, পেন পিন্টার পুরস্কার, নতুন ফৌজদারি আইন আর বিশ্বকাপের আয়োজক; ২০১৯-এর পত্রে নোবেল। তোমরা তাই ২০২৬-এর খেলা, পুরস্কার, কেন্দ্রীয় বাজেট, জনগণনা আর মহাকাশ-গবেষণার ঘটনা আলাদা নোটে রাখো, সঙ্গে স্থায়ী তথ্য জুড়ে কে জিতল, কোথায়, কত সালে। রাজ্যের প্রকল্পের খবরও বাদ দিয়ো না; ২০২৩-এর একটি পত্রে তেমন প্রশ্ন ছিল। নাম, তারিখ আর সংখ্যা সরকারি বা নির্ভরযোগ্য সূত্রে মিলিয়ে নাও। মাসওয়ারি ঝালাও, তবে কোন ঘটনা আসবেই, এমন ভরসা কেউ দিতে পারে না।

রোজের অভ্যাসেই আত্মবিশ্বাস

রোজ স্থায়ী জিকের একটি বিষয় ঝালিয়ে নাও, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যাচাই-করা নোটে পনেরো মিনিট দাও, তার পর ওই বিষয়ের দশ-পনেরোটি MCQ করো। ভুল উত্তরগুলি কারণসহ খাতায় লিখে দু'-তিন দিন পরে আবার করো। সপ্তাহের শেষে সময় ধরে পুরো অনুশীলন-পত্র দিলে বোঝা যাবে কোন বিষয়ে বারবার আটকাচ্ছ। ভুল উত্তরে নম্বর কাটা যায়, তাই আন্দাজে টিক নয়। সাধারণ জ্ঞান 'সাধারণ' ঠিকই, তবে তা রোজ একটু একটু করে জমাতে হয়।

অত্যন্ত সম্ভাব্য ৩০টি MCQ

১. 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (করব অথবা মরব) ডাক গান্ধীজি কোন আন্দোলনের সময় দিয়েছিলেন?
(A) অসহযোগ আন্দোলন
(B) আইন অমান্য আন্দোলন
(C) ভারত ছাড়ো আন্দোলন
(D) স্বদেশি আন্দোলন

২. লর্ড কার্জনের আমলে প্রথম বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় কোন সালে?
(A) ১৮৫৭ সালে
(B) ১৯০৫ সালে
(C) ১৯১১ সালে
(D) ১৯৪৭ সালে

৩. সিন্ধু সভ্যতার বন্দর-নগরী 'লোথাল' বর্তমানে ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?
(A) রাজস্থান
(B) হরিয়ানা
(C) পঞ্জাব
(D) গুজরাত

৪. যমুনা নদী গঙ্গার সঙ্গে যে স্থানে মিলিত হয়েছে, সেটি কোনটি?
(A) হরিদ্বার
(B) বারাণসী
(C) পটনা
(D) প্রয়াগরাজ

৫. নীচের কোন জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে অবস্থিত?
(A) বাঁকুড়া
(B) জলপাইগুড়ি
(C) নদিয়া
(D) পুরুলিয়া

৬. জোজিলা গিরিপথ কোন দু'টি স্থানকে যুক্ত করেছে?
(A) গ্যাংটক ও লাসা
(B) মানালি ও শিমলা
(C) শ্রীনগর ও লেহ
(D) দার্জিলিং ও গ্যাংটক

৭. পশ্চিমবঙ্গের কোন জাতীয় উদ্যান একশৃঙ্গ গন্ডারের জন্য বিখ্যাত?
(A) জলদাপাড়া
(B) সুন্দরবন
(C) সিঙ্গালিলা
(D) নেওরা ভ্যালি

৮. ভারতের রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান কে?
(A) ভারতের প্রধান বিচারপতি
(B) প্রধানমন্ত্রী
(C) লোকসভার অধ্যক্ষ
(D) উপরাষ্ট্রপতি

৯. সংসদের দুই কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কে?
(A) রাষ্ট্রপতি
(B) উপরাষ্ট্রপতি
(C) প্রধানমন্ত্রী
(D) লোকসভার অধ্যক্ষ

১০. নীচের কোন মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি?
(A) বায়ু
(B) জল
(C) ইস্পাত
(D) শূন্যস্থান

১১. রোধের SI একক কোনটি?
(A) ভোল্ট
(B) ওহম
(C) অ্যাম্পিয়ার
(D) ওয়াট

১২. রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে কোন ভিটামিন?
(A) ভিটামিন A
(B) ভিটামিন C
(C) ভিটামিন D
(D) ভিটামিন K

১৩. খাবার সোডা (বেকিং সোডা)-র রাসায়নিক নাম কী?
(A) সোডিয়াম কার্বনেট
(B) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড
(C) সোডিয়াম বাইকার্বোনেট
(D) ক্যালসিয়াম কার্বনেট

১৪. মোটরগাড়িতে চালকের পাশের বহির্মুখী দর্পণ হিসেবে, বিস্তৃত অঞ্চল দেখার জন্য সাধারণত কোন দর্পণ ব্যবহৃত হয়?
(A) উত্তল দর্পণ
(B) অবতল দর্পণ
(C) সমতল দর্পণ
(D) পরাবৃত্তাকার দর্পণ

১৫. 'বন্দে মাতরম্' গানটির রচয়িতা কে?
(A) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(B) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(C) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(D) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৬. ওড়িশা রাজ্যের শাস্ত্রীয় নৃত্য কোনটি?
(A) কথকলি
(B) ভরতনাট্যম
(C) ওড়িশি
(D) কুচিপুড়ি

১৭. সাঁচী স্তূপ ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?
(A) উত্তরপ্রদেশ
(B) মধ্যপ্রদেশ
(C) বিহার
(D) ওড়িশা

১৮. হকি খেলায় একটি দলের কতজন খেলোয়াড় একসঙ্গে মাঠে খেলেন?
(A) নয়
(B) এগারো
(C) দশ
(D) বারো

১৯. ভারত প্রথম বার পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ (ওয়ান ডে) জেতে কোন সালে?
(A) ১৯৭৫ সালে
(B) ১৯৮৭ সালে
(C) ১৯৮৩ সালে
(D) ২০০৩ সালে

২০. ব্রাজিলের রাজধানী কোনটি?
(A) রিও দি জেনেইরো
(B সাও পাওলো
(C) সালভাদর
(D) ব্রাসিলিয়া

২১. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র সদর দফতর কোথায়?
(A) জেনেভা
(B) নিউ ইয়র্ক
(C) প্যারিস
(D) ভিয়েনা

২২. আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয় কোন তারিখে?
(A) ২১ জুন
(B) ৫ জুন
(C) ১১ জুলাই
(D) ১ ডিসেম্বর

২৩. ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি কে?
(A) ইন্দিরা গান্ধী
(B) সরোজিনী নাইডু
(C) প্রতিভা দেবীসিং পাটিল
(D) দ্রৌপদী মুর্মু

২৪. ২০২৬ সালের আইসিসি পুরুষ টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে (৮ মার্চ ২০২৬, আমদাবাদ) ভারত কোন দেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়?
(A) ইংল্যান্ড
(B) অস্ট্রেলিয়া
(C) নিউজিল্যান্ড
(D) দক্ষিণ আফ্রিকা

২৫. ২০২৬ ফিফা পুরুষ বিশ্বকাপের ফাইনালে (১৯ জুলাই ২০২৬) অতিরিক্ত সময়ে ১,০ গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
(A) ফ্রান্স
(B) জার্মানি
(C) ব্রাজিল
(D) স্পেন

২৬. ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার (ঘোষণা ৯ অক্টোবর ২০২৬) কে পেয়েছেন?
(A) নাভানেথেম (নাভি) পিল্লে
(B) মালালা ইউসুফজাই
(C) কৈলাশ সত্যার্থী
(D) আবি আহমেদ

২৭. ২০২৬ সালের বুকার পুরস্কার (ঘোষণা ৯ নভেম্বর ২০২৬) জিতেছেন কোন লেখক?
(A) সলমন রুশদি
(B) কাজুও ইশিগুরো
(C) এম. জন হ্যারিসন
(D) ইয়ান ম্যাকইউয়ান

২৮. কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬,২৭-এ রাজকোষ ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির কত শতাংশ ধার্য করা হয়েছে?
(A) ৪.১ শতাংশ
(B) ৪.৩ শতাংশ
(C) ৪.৪ শতাংশ
(D) ৪.৮ শতাংশ

২৯. কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম ধাপ (হাউসলিস্টিং) কবে থেকে শুরু হওয়ার কথা?
(A) ১ জানুয়ারি ২০২৬
(B) ১ এপ্রিল ২০২৬
(C) ১ জুলাই ২০২৬
(D) ১ মার্চ ২০২৭

৩০. ইসরো ও নাসার যৌথ উপগ্রহ 'নিসার' (NISAR) ২০২৫ সালের ৩০ জুলাই কোন উৎক্ষেপণ যানে চেপে মহাকাশে পাঠানো হয়?
(A) PSLV-C60
(B) SSLV-D3
(C) LVM3-M4
(D) GSLV-F16

সঠিক উত্তর

১ (C)	২ (B)	৩ (D)	৪ (D)	৫ (B)
৬ (C)	৭ (A)	৮ (A)	৯ (D)	১০ (C)
১১ (B)	১২ (D)	১৩ (C)	১৪ (A)	১৫ (A)
১৬ (C)	১৭ (B)	১৮ (B)	১৯ (C)	২০ (D)
২১ (A)	২২ (A)	২৩ (C)	২৪ (C)	২৫ (D)
২৬ (A)	২৭ (C)	২৮ (B)	২৯ (B)	৩০ (D)

ছোট্ট ভাবনা, বড় উদ্ভাবন

বিদ্যুৎ ছাড়াই ভারী মাল নামানো ও স্থানান্তরের অভিনব যন্ত্র তৈরি করে তাক লাগাল গড়িয়াহাট সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ফিটার ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কারিগরি শিক্ষার পাঠশালা যখন বাস্তব সমস্যার সমাধান খুঁজতে উদ্যোগী হয়, তখনই জন্ম নেয় উদ্ভাবনের। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে নজর কাড়ল সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (গড়িয়াহাট আই.টি.আই) প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরি 'মেকানিক্যাল লোড লোয়ারিং মেশিন' (Mechanical Load Lowering Machine); বিদ্যুৎ ছাড়াই যান্ত্রিক কৌশলে ভারী বস্তু নিয়ন্ত্রিতভাবে নিচে নামানো ও স্থানান্তরের লক্ষ্যে তৈরি এই অভিনব প্রকল্পটি আন্তঃআই.টি.আই প্রকল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।



কার্যকরী মডেল, প্রকল্পের মূল ছবি

উদ্ভাবনের মূল ভাবনা ও প্রেক্ষাপট

আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও শিল্পকারখানায় বহু সময় উঁচু বা ঢালু স্থান থেকে নিরাপদে ভারী মালপত্র নামানোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকা, গ্রামীণ নির্মাণকাজ, গুদামঘর কিংবা পাহাড়ি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় বা বিদ্যুৎচালিত ক্রেন ও লিফটের অভাব এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

গড়িয়াহাট সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ফিটার ট্রেডের তরুণ প্রশিক্ষণার্থীরা এই ব্যবস্থার একটি সহজ, পরিবেশবান্ধব ও কম খরচের যান্ত্রিক সমাধান খোঁজার উদ্যোগ নেয়। তাদের তৈরি এই যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা কোনো প্রকার বাইরের শক্তি (External Power) ছাড়াই প্রথম শ্রেণির লিভারের নীতি এবং টর্কের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে যন্ত্রটি যেকোনো মালপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ও নিয়ন্ত্রিত গতিতে নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম।

বৈজ্ঞানিক কার্যপ্রণালী ও প্রযুক্তি

মেশিনটির মূল চালিকাশক্তি হলো পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম শ্রেণীর লিভার (First Class Lever) নীতি এবং টর্ক (Torque) বা ঘূর্ণন বলের ভারসাম্য।

লিভার নীতি লিভারের এক প্রান্তে ভার (Load) এবং অন্য প্রান্তে ভারসাম্য রক্ষাকারী ওজন (Counterweight) স্থাপন করা হয়। আলম্ব বা পিভট পিন (Fulcrum) থেকে বাহুর দূরত্ব বাড়িয়ে খুব সহজেই কম বল প্রয়োগে বেশি ভার সামলানো যায়।

স্বয়ংক্রিয় আবর্তন প্রক্রিয়া ঢালু চ্যানেলে আটকে থাকা মালপত্র (রোলার) যখন ওপরের স্টপার পিনে আঘাত করে, তখন লিভারটি সাময়িক মুক্ত হয়। ভারের প্রভাবে বিপরীতে একটি টর্ক উৎপন্ন হয় এবং বস্তুটি মসৃণভাবে নিচের দিকে নেমে আসে।

গতি নিয়ন্ত্রণ বিপরীত প্রান্তে যুক্ত চোঙ আকৃতির 'কাউন্টার-ওয়েট' নিশ্চিত করে যাতে অভিকর্ষজ ত্বরণের কারণে বস্তুটি দ্রুত গতিতে নিচে না পড়ে যায়, বরং একটি নির্দিষ্ট ও নিরাপদ গতিতে নেমে আসে। নিচে নেমে আসার পর মালপত্রগুলো একটি সংগ্রাহক ট্রে-তে জমা হয়।

স্মার্ট গণনা ব্যবস্থা শিল্পকারখানার সুবিধার্থে এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে একটি সাধারণ ইলেকট্রনিক সেন্সর ও ডিজিট্যাল কাউন্টার, যা কতগুলি পণ্য সফলভাবে নিচে নামল তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করবে।

প্রকল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর স্বল্প খরচ এবং টেকসই নির্মাণ

১. বিদ্যুৎবিহীন সঞ্চালন কোনো ব্যাটারি, জ্বালানি বা বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় না।
২. পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ যন্ত্রটির মূল কাঠামো 'মাইল্ড স্টিল' (M.S) ধাতু এবং সহজলভ্য উপাদান দিয়ে তৈরি, ফলে এটি তৈরি করা অত্যন্ত সাশ্রয়ী।
৩. উন্নত সুরক্ষা দুর্ঘটনাবশত বস্তু পড়ে যাওয়া রোধ করতে এতে শক্তিশালী স্টপার পিন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংযোজন করা হয়েছে।
৪. সহজ রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণ ডিজাইন হওয়ায় মেরামত বা পরিচালনা অত্যন্ত সহজ।

ফিটার ট্রেডের প্রশিক্ষক-মেন্টর শ্রী নিরুপম দে-র গঠনমূলক ভূমিকা ও প্রশিক্ষণ

এই সাফল্যের পেছনে অন্যতম প্রধান কান্ডারী ছিলেন ফিটার ট্রেডের দক্ষ প্রশিক্ষক ও প্রকল্পের মুখ্য পরামর্শদাতা (Mentor) শ্রী নিরুপম দে। কেবল শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক পাঠদানে সীমাবদ্ধ না থেকে, ওয়ার্কশপের বাস্তব সমস্যাকে কীভাবে এক অনন্য শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করা যায়; সেই দিশা তিনিই দেখান শিক্ষার্থীদের।

বাস্তবমুখী সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে লিভার ও কাউন্টার-ওয়েটের বৈজ্ঞানিক নীতি নির্বাচন, নকশা পরিকল্পনা, যন্ত্রাংশ কাটা ও ফিটিং, অ্যাসেম্বলি এবং চূড়ান্ত নিরাপত্তা পরীক্ষা; প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রী নিরুপম দে শিক্ষার্থীদের নিবিড়ভাবে পথপ্রদর্শন করেছেন। কর্মশালায় হাতে-কলমে কাজের সূক্ষ্মতা শেখানোর পাশাপাশি দলগত সমন্বয় বজায় রাখা ও শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর এই দূরদর্শী ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে।

তিনি জানান, 'এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল ক্লাসরুমের পদার্থবিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাকে ওয়ার্কশপের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। শিক্ষার্থীরা তাদের ফ্যাব্রিকেশন ও ফিটিং দক্ষতাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পেরেছে।'

শিক্ষণীয় দিক ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

সম্প্রতি 'Siemens India' এবং 'Tata STRIVE'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'Dual VET' আন্তঃ আই.টি.আই রাজ্যভিত্তিক প্রকল্প প্রতিযোগিতায় গড়িয়াহাট আই.টি.আই-এর প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরি এই মডেলটি ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

শিক্ষার্থীদের এই অভাবনীয় সাফল্যে আনন্দিত প্রতিষ্ঠানের সকল প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তা। গড়িয়াহাট শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপঅধিকর্তা (Deputy Director) শ্রী কমলেশ চন্দ্র পাল এবং অধ্যক্ষা শ্রীমতী মৌসুমী ভঞ্জ সান্যাল প্রশিক্ষণার্থীদের এই উদ্ভাবনী ভাবনা ও কঠোর পরিশ্রমের বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের সর্বতোভাবে উৎসাহিত করেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও ব্যবহারিক ও শিল্পমুখী কাজ করার প্রেরণা দেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথাগত পুঁথিগত শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে হাতে-কলমে এই ধরণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রমাণ করে যে, উপযুক্ত পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আমাদের কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা দেশের শিল্প ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

শেষ সুযোগ ৪ ডিসেম্বর, ২০২৬-এ বন্ধ হচ্ছে SLAT ২০২৭-এর রেজিস্ট্রেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর, ২০২৬: সিম্বায়োসিস ল অ্যাডমিশন টেস্ট (SLAT) ২০২৭-এর রেজিস্ট্রেশন শেষ হতে চলেছে। আইন নিয়ে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা দেশজুড়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আইনশিক্ষার পথে প্রথম পা বাড়ানোর এটাই শেষ সুযোগ। রেজিস্ট্রেশন ও ফি জমার শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার)। পরীক্ষা হবে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৬ (শনিবার) এবং ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ (শনিবার)। সিম্বায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) আয়োজিত SLAT হল পুণে, নয়ডা, হায়দরাবাদ ও নাগপুরে সিম্বায়োসিস ল স্কুলগুলির নামী স্নাতক আইন কোর্সে ভর্তির প্রবেশদ্বার।

SLAT ২০২৭ দেশজুড়ে ৬২টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। আইন নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা ও প্রবণতা যাচাই করাই এই পরীক্ষার লক্ষ্য। B.A. LL.B. (Hons.), B.B.A. LL.B. (Hons.), B.Com. LL.B. (Hons.), B.A. LL.B. এবং B.B.A. LL.B. কোর্সে ভর্তির প্রবেশদ্বার হিসেবে এই পরীক্ষাই বহাল রয়েছে। কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা (CBT) পদ্ধতিতে হওয়া এই পরীক্ষায় ৬০ মিনিটে মোট ৬০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় এবং এটি প্রতি বছর কেবল ডিসেম্বর মাসেই নেওয়া হয়। পরীক্ষায় পাঁচটি বিভাগ রয়েছে লিগ্যাল রিজনিং, লজিক্যাল অ্যাপটিটিউড, অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস, রিডিং কমপ্রিহেনশন এবং সাধারণ জ্ঞান। পরীক্ষার্থীরা দু'বার পরীক্ষায় বসতে পারবেন এবং মূল্যায়নের জন্য দুই পরীক্ষার মধ্যে যে স্কোর বেশি, সেটিই বিবেচিত হবে। SLAT ২০২৭-এ নেগেটিভ মার্কিং নেই।

যোগ্যতার মানদণ্ড

আবেদনকারীদের স্বীকৃত বোর্ড থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (10+2) বা সমতুল্য পরীক্ষায় কমপক্ষে 45% নম্বর বা সমতুল্য গ্রেড নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম 40% নম্বর প্রয়োজন।

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া

যাঁরা এখনও রেজিস্ট্রেশন করেননি, তাঁরা অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল https//www.slat-test.org/ ভিজিট করে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করতে পারবেন। এর জন্য ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত তথ্য পূরণ করতে হবে, নথিভুক্ত ইমেল বা মোবাইল নম্বরে পাঠানো OTP দিতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ফি প্রতিটি পরীক্ষার জন্য ২,৫৫০ (সরকারি কর প্রযোজ্য হলে তা অতিরিক্ত), এর সঙ্গে ইনস্টিটিউট বাছাইয়ের জন্য প্রতিটি কোর্স পিছু আরও ১,০০০ দিতে হবে।

যাঁরা ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছেন, তাঁরা নিশ্চিত করুন যে তাঁদের কোর্স রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। শুধুমাত্র SLAT প্রবেশিকা পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিলে SLAT স্কোর যা-ই হোক, পরীক্ষার্থী কোনও কোর্সেই শর্টলিস্টিংয়ের যোগ্য বিবেচিত হবেন না। রেজিস্ট্রেশন পোর্টালের নির্দেশ অনুযায়ী দুটি ফি-ই জমা দিতে হবে এবং কোর্স রেজিস্ট্রেশন ফি জমা না দিলে ওই কোর্সের জন্য আবেদন বিবেচনা করা হবে না। এ বিষয়ে কোনও যোগাযোগ গ্রাহ্য করা হবে না।

সফল রেজিস্ট্রেশনের পর পরীক্ষার্থীরা ইমেল ও SMS-এর মাধ্যমে তাঁদের SLAT ID ও পাসওয়ার্ড পাবেন। কোনও প্রশ্ন থাকলে SLAT ID দিয়ে লগ-ইন করে জিজ্ঞাসা জানানো যাবে। গোটা প্রক্রিয়া জুড়ে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সচল রাখা এবং সব তথ্য পরীক্ষার্থীর নথির সঙ্গে হুবহু মিলছে কি না নিশ্চিত করা জরুরি। ভুল তথ্য দিলে যে-কোনও প্রার্থীপদ বাতিল করার অধিকার সিম্বায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) (SIU)-এর হাতে সংরক্ষিত।

৫০ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে সিম্বায়োসিস ল স্কুল, পুণে আজও দেশের অন্যতম নামী আইন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্কে (NIRF) ২০২৫ সালে এটি সপ্তম স্থানে ছিল এবং শিক্ষাগত কঠোরতা ও উদ্ভাবনী পাঠদান পদ্ধতির জন্য সমাদৃত। SLS নয়ডা দিল্লি-এনসিআরের আদালত ও আইনি প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি থাকার সুবিধা দেয়, আর SLS হায়দরাবাদ আইনের সঙ্গে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে মিলিয়েছে। SLS নাগপুর মধ্য ভারতের মাটিতে শিকড় গেড়ে সবাইকে নিয়ে চলা, সমাজমুখী আইনশিক্ষায় জোর দেয়। চারটি স্কুল মিলে দেশজুড়ে নীতিনিষ্ঠ, ভবিষ্যতের জন্য তৈরি আইনপেশাদার গড়ে তুলছে।

SLAT ২০২৭ সম্পর্কে আরও জানতে এবং শেষ তারিখের আগে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করতে ভিজিট করুন SLAT ২০২৭

মিডিয়া যোগাযোগ

info@slat-test.org